



রেফারেন্স (আকর) গ্রন্থ

•

,

। রেফারেন্স (আকর্ষ) গ্রন্থ  
বেণীসংহার নাটক ।

শ্রীরামনারায়ণ তর্করত্ন কর্তৃক

চলিতভাষায়

অনুবাদিত ।

রেফারেন্স (আকর্ষ) গ্রন্থ

দ্বিতীয় সংস্করণ ।

কলিকাতা ।

পুরাণপ্রকাশ যন্ত্রে

শ্রীগোপালচন্দ্র দে কর্তৃ

মুদ্রিত ও প্রকাশিত ।

সংবৎ ১৯৩০

N-022  
Ac 20620  
20/2/2005

## বিজ্ঞাপন ।

- মহাকবি ভট্টনারায়ণ কুরু পাণ্ডবদিগের যুদ্ধ-বৃত্তান্ত বিষয়ে বেণীসংহার নামে যে এক সংস্কৃত নাটক রচনা করেন, তাহা বীর কল্পনারসে পরিপূর্ণ, ও স্বভাবোক্তি প্রভৃতি বিবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত, স্বতরাং এতদেশে স্থপাঠ্য-নাটকমধ্যে পরিগণিত রহিয়াছে। এই মনোহর নাটক পাঠ করিলে নাট্যো-ল্লিখিত ব্যক্তিবৃন্দের প্রতিমূর্তি চিত্তপটে অবিকল চিত্রিত হইয়া থাকে, তাহাতে যেকপ আনন্দহৃদে নিমগ্ন হইতে হয় তাহা উক্ত নাটক পাঠকের পরোক নহে। কিন্তু সংস্কৃত ভাষানিজ্জ বিজ্ঞগণ তাহার রস আশ্বাদনে অসমর্থ, এই হেতু আমি বহু পরি-শ্রমে চলিত ভাষায় উক্ত নাটকখানি অনুবাদিত ও মুদ্রিত করিলাম। এ অনুবাদ অবিকল অনুবাদ নহে, স্থান বিশেষে কোন কোন অংশ পরিবর্তিত ও পরিত্যক্ত হইয়াছে। এক্ষণে দেশীয় ভাষা-রাগী মহোদয়গণ দৃষ্টিগোচর করিলে পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিব ইতি।

শ্রীরামনারায়ণ শর্মা ।

কলিকাতা

সংস্কৃতকলেজ

২৮ জ্যৈষ্ঠ, সংবৎ ১৯১৩ ।

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন ।

বেণীসংহার নাটক সম্যকরূপে অভিনয়োপ  
যোগী করিবার নিমিত্ত এবার অনেক পরিবর্ত  
করিলাম এবং তাদৃশ প্রয়োজন নাই বলিয়া  
আখ্যায়িকাটি পরিত্যাগ করিলাম ।

শ্রীরামনারায়ণ শর্মা ।

কলিকাতা

সংস্কৃতকালেজ

২৫ চৈত্র, সংবৎ ১৯৩০ ।

• নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ ।

যুধিষ্ঠির ... .. পাণ্ডবরাজ ।

ভীম  
অর্জুন  
সহদেব } ... .. ঐ রাজার ভ্রাতৃগণ ।

পাঞ্চালক ... .. দূত ।

দুর্যোধন ... .. কৌরবরাজ ।

ধৃতরাষ্ট্র ... .. ঐ রাজার পিতা ।

সঞ্জয় ... .. মন্ত্রী ।

কর্ণ ... .. সেনাপতি ।

অশ্বখামা ... .. দুর্যোধনের সহাধ্যায়ী মিত্র ।

সুন্দরক ... .. ভগ্নদূত ।

কুপাচার্য্য ... .. অশ্বখামার মাতুল ।

চার্য্যক  
বধিরপ্রিয় } ... .. রাক্ষস ।

কঞ্চুকী ... .. দুই রাজার ২ জন ভৃত্য ।

সারথি ... ..

কৃষ্ণ ... ..

ক্রৌপদী ... .. যুধিষ্ঠিরের মহিষী ।

ভাহুমতী ... .. দুর্যোধনের মহিষী ।

গান্ধারী ... .. দুর্যোধনের মাতা ।

দুঃশলা ... .. দুর্যোধনের ভগিনী ।

মাতা ... .. দুঃশামার শাশুড়ী ।

চেটা  
সখী } পরিচারিকা ।

রাক্ষসী ... .. কুধিরপ্রিয়ের স্ত্রী ।



# বৈশিষ্ট্য হার নাটক ।

## প্রথম অঙ্ক ।

কুরুক্ষেত্রে স্থাপিত শিবির ।

চৌরসিংহ দ্রৌপদী উপবিস্ত ।

চৌর । রাজমহিষি, একি, আপনি আজ অমন  
বিমনা হয়ে আছেন কেন ? আমরা তো কোন  
অপরাধ উপরাধ করি নাই ।

দ্রৌপ । না, তোমরা কি অপরাধ করবে ।

চৌর । তবে বলুন না শুনি—বলুন আপনার এভাব  
দেখে অন্তঃকরণ কেমন কচে ।

দ্রৌপ । ( দীর্ঘনিশ্বাস ) কি বলবো বোন, আমার  
চেয়ে ছুঃখিনী ত্রিসংসারে কে আছে বল দেখি,  
আমি পাণ্ডবদিগের গৃহিণী হওয়া অবধি যে  
সকল ছুঃখ, যে প্রকার মনস্তাপ, যেকপ অপ-  
মান ভোগ করে এলেম, অন্য কোন অনাথা  
দরিদ্র পত্নীরও অদৃষ্টে তত দূর ঘটে না । সত্য  
বটে পঞ্চালাধীশ্বর ক্রপদ রাজা আমার পিতা,

সুতরাং আমি বীরকন্যা, পাণ্ডবদিগের মহিষী  
বীরপত্নীও বলতে হবে, অভিমন্যু আমার  
মহারথী, আমি বীরজননী তারও অন্যথা নাই,  
কিন্তু দেখ ভাই আমার কোন একটা দুঃখেরও  
নিবৃত্তি কারু হতে হলো না। পাণ্ডবসখা  
কৃষ্ণ আমাকে প্রিয়সখী সস্তাষণ করেন, এত  
অনুগ্রহ তাঁর, এখন তিনিও আমার প্রতি  
বিমুখ। (দীর্ঘনিশ্বাস) হাঁঃ, স্মরণ করলে  
এখনো মন কেমন করে! ছুরাঙ্গা দুর্যোধনের  
আজ্ঞায় দুঃশাসন সভামধ্যে আমার সেই  
অপমান করলে—টেক তারতো কিছুই প্রতি-  
কার হলো না। কেশাকর্ষণে চুলগুলি খুলে  
গেল, আমি সেই সময় মনে মনে প্রতিজ্ঞা  
করলেম বলি এ নরাধম দুর্যোধনের বধ না  
হলে আর চুল বাঁধবো না, দেখ ভাই তদবধি  
এগুলি আমার আর বাঁধা হলো না! একি  
সামান্য মনস্তাপ।

চৌচৌ। রাজমহিষি, আপনি ব্যাকুল হবেন না,  
কুমার ভীমসেন আপনার মনোদুঃখ দূর  
করবেন।

দ্রৌপ। তাকি হতো না, মহারাজ যে কিছুই করতে  
দিলেন না।

চেষ্টা। কেমন ?

দ্রৌপ। শোন নাই। হাঁঃ কৃষ্ণ যে দুর্বোধনের  
সঙ্গে সন্ধি করতে গেছেন। তা কৃষ্ণেরই বা  
দোষ কি—মহারাজ তাঁকে পাঠিয়েছেন।

চেষ্টা। হাঁ শুনেছি, পাঠাউন্ কুমার ভীমসেন কি তা  
শুনবেন। [ নেপথ্যে পদ শব্দ শুনিয়া ] দেবি  
ঐ যে কুমার ভীমসেন এদিগেই আসছেন। ঐ  
দেখুন অভ্যস্ত বিরক্ত ভাব বোধ হয়, সন্ধির  
কথা শুনে য়াগত হয়ে থাকবেন।

দ্রৌপ। আমি ঐ আশায় এখনো আছি, সন্ধির  
অভিপ্রায় যদি ওঁরও হয় তা হলে আমি আর  
প্রাণ রাখবো না। (অধোবদনে রোদন)

(ভীম ও সহদেবের প্রবেশ।)

ভীম। না ভাই, ওকথা তোমার বলা উচিত নয়,  
তোমার সকল ভাইরে এখন তাদের সঙ্গে  
সন্ধি করতে উদ্যত, এখন তাদের অমঙ্গলের  
কথা কি তোমার মুখে আনতে আছে ?

সহ। মেজদাদা, কি বলবো, ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা  
তো পদে পদেই অপকার করেছে, তা আপ-  
নার ভাই হয়ে কি আমরা তাদের ক্ষমা  
করতেম, কি করি, রাজা। যে কিছু করতে  
দিলেন না।

ভীম। রাজা দিলেন না, রাজার কথা কে আর শোনে? যে শূন্যে হয় শুকুক, আমি তো আর নই, আমি আজ অবধি স্বতন্ত্র হলেম। কেন হবো না? দুর্ঘোষন বাল্যকালাবধি আমারই সঙ্গে শত্রুতা করেছে, রাজার সঙ্গেও করে নাই, কৃষ্ণের সঙ্গেও করে নাই, তোমাদের সঙ্গেও করে নাই, তোমরা সন্ধি করবে না কেন, করোগে, কিন্তু আমি সন্ধির মধ্যে নই, আমার যে প্রতিজ্ঞা সেই কাষ।

সহ। আপনি যদি সন্ধি স্বীকার করেন তা হলে গুরু যে মনোদুঃখ করবেন।

ভীম। (সর্বৈলক্ষণ্য হাস্য) হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ, গুরু কি মনোদুঃখ করতে জানেন? তিনি সভা মধ্যে দ্রৌপদীর সেই অপমাননা স্বচক্ষে দেখেছিলেন তাতে তাঁর মনোদুঃখ হয় নাই, আমরা দ্বাদশ বর্ষ বাকল পরে বনে বাস করলেম, বিরাট নগরে অজ্ঞাতবাসে অযোগ্য কুৎসিত কর্মে নিযুক্ত থেকে লুকিয়ে রৈলাম, এতে গুরু মনোদুঃখ করেন নাই, এখন সন্ধি স্বীকার না করিলেই মনোদুঃখ করবেন? করুন, তুমি যাও রাজার নিকটে গিয়া বলো।

সহ। কি বলবো।

ভীম । বলোগে ভীম কোন কথাই শুনবে না,  
তাতে লোকেই নিন্দা ককক আর তার ভাই-  
দেরই অলস্তোষ জন্মুক—আজ কে কার এক-  
দিনের জন্যে তিনিও যেন ভীমের গুরু নন  
ভীমও যেন তাঁর শিষ্য নয়, ভীম আজই এই  
গদাপ্রহারে সমস্ত কুরুকুল নির্মূল করব ।

সহ । এই আসন আছে আপনি একটু বসুন ।

ভীম । ( বসিয়া ) ভাল সহদেব আমাদের কৃষ্ণ  
ছুর্যোধনের নিকটে কিরূপ সন্ধির প্রস্তাব  
করতে গেছেন হাঁ ?

সহ । পাচখানি গ্রাম প্রার্থনা ।

ভীম । (সক্রোধে) কি প্রার্থনা! রাজাকি এমন  
নিস্তেজ হয়েছেন? শুনে অন্তঃকরণ যে কেমন  
করে। রাজা পাশাখেলায় ক্ষত্রিয়তেজ পর্য্য-  
স্তও হেরেছেন! বলো কি? না ভাই তুমিও  
যেন আমাকে একথা বলো নাই আমিও যেন  
শুনি নাই এই পর্য্যস্তই ভাল।

সহ । (দেখিয়া স্বগত) একি দ্রৌপদী যে অত্যন্ত  
জ্ঞান বদনে রহেছেন তবেই তো বিভ্রাট দ্রৌপ-  
দীর নয়নে জলধারা দেখলে বর্ষাকাল উৎস-  
স্থিত হলে যেমন বিদ্যুৎ প্রকাশ পায় তেমনি  
এঁর ক্রোধানল আরো প্রজ্বলিত হয়ে উঠবে।

ভীম । হায় কি বলবো, মহারাজ পাশা খেলায়  
কৃত্রিম তেজ পর্য্যন্তও হেরেছেন !

চৌপ । (জনাস্তিকে) ঐ দেখুন, সন্ধির কথা শুনে  
কুমার রাগতই হয়েছেন ।

দ্রৌপ । (জনাস্তিকে) তা যদি হয় তা হলে আমাকে  
যে আদির কচ্যেন না— আমার সঙ্গে কথা  
কচ্যেন না তাতেও আমার দুঃখ নাই !

ভীম । কি পাঁচখানি গ্রামের নিমিত্ত কৌরবদের  
সঙ্গে সন্ধি ? রাজা ঠাউরেছেন কি, আমার  
কিছুই করা হবে না, আমি কুরুকুল নিশ্চল  
করবো না, দুঃশাসনের রক্ত পান করতে  
পাবো না, দুর্ষ্যোধনের ঊরু চূর্ণ করতে পারবো  
না, ভোমাদের রাজা কিছু পেয়েই সন্ধি কর-  
বেন হাঁ ।

দ্রৌপ । (স্বগত) আঃ কথা শুনেও কাণ জুড়ালো ।  
সহ । বলি মহারাজ কৃষ্ণদ্বারা যা বলে পাঠিয়ে-  
ছেন আপনি যে মনোযোগ করে শুন্টেন না  
কেবল ক্রোধই কচ্যেন ।

ভীম । মনোযোগ আবার কি ।

সহ । যা বলে পাঠিয়েছেন ।

ভীম । কাকে বলে পাঠিয়েছেন ।

সহ । দুর্ষ্যোধনকে বলে পাঠিয়েছেন ।

## ! প্রথম অঙ্ক

ভীম। কি বলে পাঠিয়েছেন।

সহ। বলে পাঠিয়েছেন ইন্দ্রপ্রস্থ প্রভৃতি প্রধান  
পাঁচগ্রাম যদি ছেড়ে দেও তবে সন্ধি করা যার।

ভীম। (সঙ্কভঙ্গে) তা হলেই কি হলো ?

সহ। তা হলে জাতিবিনাশে আমাদের ইচ্ছা নাই  
একথা লোক সমাজে প্রকাশ হলো। আর  
সন্ধিও করা হলো।

ভীম। ওকথা কোন কার্যেরই নয়। কোরবেরা  
কি সন্ধির যোগ্য—যে তাদের সঙ্গে সন্ধি করা  
যাবে ? সন্ধি যে করা হবে না যখন বলে যাই  
তখন তা স্থির করা হয়ে গেছে। আর ধৃত-  
রাষ্ট্রের কুলক্ষয় করলে লোক সমাজে কি  
তোমারা মুখ দেখাতে পারবে না ? ওরে মুর্খ  
শত্রু বিনাশ করাই লজ্জাকর বুঝেছিস—সভা  
মধ্যে স্ত্রীর কেশাকর্ষণ করে আনা উলঙ্গ করা  
এ তোদের লজ্জাকর নয় ? তা সে যাই হোক  
এখন জ্রৌপদী কোথায় একবার দেখা হলেই  
যে বলে যুদ্ধে যাই।

সহ। তিনি ঐ যে আপনার সম্মুখে আছেন  
আপনি ক্রোধে দেখতেছেন না।

ভীম। (দেখিরা) প্রিয়ে সন্ধির প্রস্তাব শুনে আ-  
মার অন্তঃকরণ অত্যন্ত ব্যাকুল হয়েছে, তুমি

এখানে আছ অনুভব করি নাই, অভিমান  
করো না।

দ্রৌপ। নাথ তোমরা শত্রুকে ক্ষমা করলেই  
আমার অভিমান হয় আর কিছুতেই হয় না।

ভীম। তবে জেন্যে আজি তোমার মনোদুঃখ  
আমি দূর করেছি। (পাশ্বে বসিয়া মুখ দর্শন)  
কেন প্রিয়ে তোমাকে আজ যেন অতি বিমনা  
দেখ্চি যে ?

দ্রৌপ। না বিমনা এমন কি।

ভীম। বোঝা গেছে বললে না, আর বলবেই বা  
কি ? (কেশে হস্ত প্রদান) পাণ্ডবেরা জীবিত  
থাক্তে যে তোমার এই দশা ঘটেছে এতেই  
বলা হয়েছে।

দ্রৌপ। (চেটীর প্রতি) সেই কথাটা একবার ওঁকে  
শোনাও, আমার অপমানে আর কার ছঃখ  
হবে।

চেটী। হাঁ বলি। কুমার আজ দেবীর বড় অপমান  
হয়েছে।

ভীম। আবার অপমান ? কি বল দেখি শুনি, কে  
অপমান করেছে ? কে এই কুরুবন-দাবানলে  
পতঙ্গের ন্যায় পড়েছে বলোত।

চেটী। শুনুন বলি। আজ দেবী আৰ্য্যা গান্ধারীকে

প্রণাম করতে গেছিলেন।

ভীম। তার পর।

চৈটী। আসবার সময় ভানুমতীর সঙ্গে দেখা হলো? সে দেবীকে দেখে হেসে হেসে অহঙ্কারে আপনার সখীর প্রতি চেয়ে বললে।

ভীম। আঃ কি পাপ, শক্রস্বী সে আবার বিক্রম করলে? অঁ বলো কি! কি বল্যে?

চৈটী। বললে “অলো জ্যোপদি শুন্চি তোর ভাতারেরা পাঁচখানি গ্রাম চাচে তবে তোর চুল এখনো খোলা কেন।”

ভীম। সহদেব শুন্লে?

সহ। আজ্ঞে শোনাই আঁছে, সেওতো দুর্ব্যোধনের স্বী, না হবে কেন, মধুরলতা যদি বিষবৃক্ষে আশ্রয় করে তবে তারও মারাত্মক-শক্তি জন্মে।

ভীম। দেবী তার কি উত্তর দিলেন।

চৈটী। কেন দেবী, তার সঙ্গে কথা কবেন কেন? আমরা কি কেউ সঙ্গে ছিলাম না?।

ভীম। তুমি কি বল্যে?

চৈটী। আমি বললাম আগে তোমাদের চুল খোলা হোক তার পর দেবী চুল বাঁদবেন।

ভীম। (সপরিতোষে) হঁ! বেশ বলেছ, না হঁবে

কেন আমাদের পরিবার কি না। (আসন  
 হইতে উঠিয়া) প্রিয়ে আর মনোদুঃখ করো  
 না। আমার প্রতিজ্ঞা—আমি-এই প্রচণ্ড বন-  
 দণ্ড তুল্য গদার প্রহারে ছুরাআ ছুর্যোধানকে  
 নিধন কর্যে তারি রক্ত হাতে মেখে এসে  
 তোমার এই কেশ বন্ধন করে দিব।

দ্রৌপ। তা তুমি মনে করলে কি না হয়, এখন  
 তোমার ভাইদের অনুগ্রহ হলে হয়।

[সত্বর কঞ্চুকীর প্রবেশ]

কঞ্চু। (সসস্ত্রমে) ভগবান কৃষ্ণ কৃষ্ণ। [সকলে  
 কৃতাজলি হইয়া উঠিল]

ভীম। টেক কৈ তিনি কোঁথায়।

কঞ্চু। তিনি ছুর্যোধানের শিবিরে সন্ধি কর্তে  
 গিছিলেন তা ছুর্যোধান তাঁকে পাণ্ডবের পক্ষ  
 বোধে বন্ধন কর্তে উদ্যত হয়েছে।

ভীম। কি বেধেছে?

কঞ্চু। না বাঁধতে পারে নাই তিনি বিশ্বস্তুর মূর্তি  
 ধারণ করে নিংহনাদ ধ্বনি করাতে কৌরবেরা  
 সকলে মুচ্ছাপন্ন হলো দেখে আমাদের শিবিরে  
 এসেছেন আপনি গিয়ে সাক্ষাৎ করুন।

ভীম। (হাস্য করিয়া) ছুর্যোধান ভগবানকেও  
 বন্ধন কর্তে ইচ্ছা করে! (উর্দ্ধে দৃষ্টি করিয়া)

অরে ছুরাঙ্গা কুলান্ধার তুই আপনার দোষেই  
আপন কুল নির্মূল করলি, পাণ্ডবদের ক্রোধ  
কেবল নিমিত্ত মাত্র হলো ।

সহ । ভগবান্ কৃষ্ণ যে কে তা কি সে ছুরাঙ্গা  
জানে না ?

ভীম । সে কি করে জানবে ভাই, যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র-  
গণ অজ্ঞানাক্রকার দূর হলে যোগদৃষ্টিদ্বারা  
যে বস্তু দর্শন করেন, সেই পরম পদার্থ পুরু-  
ষোত্তমকে কি ছুরাঙ্গা মুখ ছুর্যোধান জানতে  
পারে ? সে যা হোক । ( কঙ্কীর প্রতি )  
কেমন হে এখন তোমাদের রাজা কি স্থির  
করলেন—আর সন্ধির মানস রাখেন ?

কঙ্কু । আপনিই গিয়ে শুনুন ।

( নেপথ্যে ভেরীঘোষণা )

ওহে সেনাপতিসকল, শোন তোমরা, পূর্বে  
সভামধ্যে দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণ সময়ে রাজা  
যুধিষ্ঠিরের যে ক্রোধ জন্মে ছিল, পাছে সত্য-  
ব্রত ভঙ্গ হয় এই ভয়ে তা এত দিন প্রকাশ  
পায় নাই, বরং কুলক্ষয় ভয়ে সন্ধি পর্য্যন্তও  
স্বীকার করো যা শাম্য করবার ইচ্ছা ছিল  
সেই ক্রোধানল আজ কৃষ্ণের অপমানে একে-  
বারেই প্রজ্বলিত হয়ে উঠেছে ।

ভীম । (আক্লাদে) উঠুক উঠুক মহারাজের ক্রোধ-  
নল প্রজ্বলিত হয়ে উঠলেই ভাল হয় ।

( পুনর্বার ভেরী ঘোষণা )

দ্রৌপ । নাথ ! ক্রমে ক্রমে এমন শব্দ হচ্ছে কেন ?

ভীম । প্রিয়ে জানো না যজ্ঞ উপস্থিত ।

দ্রৌপ । এখন আবার কি যজ্ঞ হবে ।

ভীম । এ যে রণযজ্ঞ, তুমি এই রণযজ্ঞের জন্য  
সংযম করে আছ, আমাদের মহারাজ এই  
যজ্ঞ করবেন, আমরা চারি ভাই এতে হোতা  
হবো, কৃষ্ণ উপদেষ্টা থাকবেন, কৌরবেরা পশু  
হবে, আমরা তাদের বলি দিব, এই যজ্ঞের  
ফলে তোমার অপমান জন্য দুঃখের শান্তি  
হবে, তা এই যজ্ঞের নিমন্ত্রণ করতে ভেরী  
ঘোষণা হচ্ছে ।

সহ । তবে মহাশয় আমি যাই, গুরুজনের আজ্ঞা  
লয়ে যুদ্ধের আয়োজন করিগে ।

ভীম । হাঁ চলো ভাই আমিও যাই । ( দ্রৌপদীর  
প্রতি ) দেবি, আমরা কুরুকুল ক্ষয় করতে  
যাই তবে ।

দ্রৌপ । ইন্দ্র যেমন অশুরগণের যুদ্ধে জয়ী হয়েছি-  
লেন তোমরাও সেইরূপ জয়ী হও ।

চট্টী । দেবী আরও বলচেন তোমরা যুদ্ধে

থেকে এসে আমাকে আবার আশ্বাস দিও ।  
ভীম । আর মিথ্যা আশ্বাসে ফল কি, যদি ভীম সকল  
শত্রু কয় না করতে পারে তবে আর কিরে  
আসবে না ।

দ্রৌপ । না না নাথ ! অমন কথা বলো না, দ্রৌপদীর  
অপমান মনে ভেবে বড় রাগ করে যেন আপ-  
নার শরীরের প্রতি তাচ্ছল্য করো না । যুদ্ধস্থল  
অতি ভয়ানক সাবধানে যুদ্ধ করো ।

ভীম । প্রিয়ে ভয় কি, তুমি কত্রিয়কন্যা হয়ে কি—  
কথা বল্‌চো ? যুদ্ধস্বরূপ সমুদ্র ছুস্তর বটে  
কিন্তু পাণ্ডবেরা তা উত্তীর্ণ হতে অনায়াসেই  
পারবে, তায় ভয় নাই আমরা চল্‌লেম ।

( সকলের প্রস্থান )

প্রথম অঙ্ক ।

## দ্বিতীয় অঙ্ক ।

পুষ্পোদ্যান ।

[ সখীসহ ভানুমতীর পুষ্পচয়ন ]

সখী । দেবি এ কি, তুমি রাজা ছুর্য্যোধনের মহিষী হয়ে একটা সামান্য স্বপ্নের নিমিত্ত এত উতলাহয়েছ ? ভয় কি ? স্বপ্নে কে কি না দেখে, কে কি না বলে ।

ভানু । না ভাই স্বপ্ন সামান্য নয় ।

সখী । তা বলনা শুনি, কি স্বপ্ন দেখেছ । যদি দুঃস্বপ্ন হয়, তা হলে তোমাকে আবার তাই শোনাই, ধর্ম্মের প্রশংসা করি, দুর্কী হাতে করে নিই, নিয়ে দেবতার নাম করি, এই সকল করলেই দুঃস্বপ্ন সুস্বপ্ন হবে ।

ভানু । তবে বলি শোন । স্বপ্নে দেখলেম প্রমদবনের মধ্যে এসে একটা নকুল একশটি সাপ মেরে কেললে ।

সখী । ( সভয়ে স্বগত ) সে কি ? কি অমঙ্গল কি অমঙ্গল । ( প্রকাশে ) তার পর ।

ভানু। সখি আমার বড় ভয় হয়েছে তাতেই ভুলে  
যাচ্ছি বিলম্ব কর স্মরণ করি ( চিন্তা )

( কিঞ্চিদন্তরে কঞ্চুকীসহ দুর্ঘোষনের প্রবেশ )

দুর্ঘোষা। লোকে বলে গোপনেই হোক সাক্ষাতেই  
হোক, বড়ই হোক ছোটই হোক শত্রুপক্ষের  
অপকার হলেই আফ্লাদ, যথার্থ কথা, দেখ  
বিনয়কার, আজ কর্ন জয়দ্রথ প্রভৃতি আমার  
প্রধান সেনাপতি সকল অভিমন্যুকে বধ  
করে এসেছে শুনে আমার যে কি পর্য্যন্ত  
আফ্লাদ হয়েছে তা বলা যায় না।

কঞ্চু। মহারাজ এতে কর্নেরই বা প্রশংসা কি  
জয়দ্রথেরই বা প্রশংসা কি ?

দুর্ঘোষা। কেন, সে একা, বালক, অস্ত্রশস্ত্রবিহীন,  
তারা অনেকে মিলে মেরে ফেলেছে, তাই  
বল্চো নাকি ? তা ভীষ্মকেও তো ওরা কোশলে  
জয় করেছে, স্নতরাং ভীষ্ম জয়ে ওদের যেকপ  
শ্লাঘা, অভিমন্যু বধেও আমাদের সেইরূপ  
শ্লাঘা।

কঞ্চু। না মহারাজ, আমি তা বল্চিনে, বলি  
মহারাজের প্রভাবেই সকল শত্রু ক্ষয় হবে  
তাই বল্চি।

দুর্ঘোষা। তাই বলো। যা হউক পাণ্ডবেরা বন্ধুবান্ধব

পুত্রমিত্রাদির সহিত দুর্ঘোষনকে শীঘ্রই সংহার করবে।

কঞ্চু। (করে কর্ণ আচ্ছাদন করিয়া) সেকি সেকি আপনি, এমন কথা কেন বললেন?

দুর্ঘোষা। আমি কি বললুম।

কঞ্চু। আপনি বললেন “পাণ্ডবেরা বন্ধুবান্ধব পুত্রমিত্রাদির সহিত দুর্ঘোষনকে শীঘ্রই সংহার করবে” কেন এমন অমঙ্গলের কথা আপনি মুখে আনলেন?

দুর্ঘোষা। তাই তো হাঁ, কেন এমন কথাটা হঠাৎ আমার মুখ দিয়ে বেরুলো? বিনয়কার, আজি প্রাতেই ভানুমতী উঠে আমাকে না বলে এসেছেন বোধ হয় তাতেই মন্টা কেমন হয়েছে। তা আমাকে পথ দেখিয়ে দেও, আমি তাঁর নিকটে যাই।

কঞ্চু। (স্বগত) রাজার মুখ দিয়ে হঠাৎ এমন কথাটা বেরুলো কেন? ও কি নরাক্তিত। অদৃষ্টে কি সর্কনাশ ঘটে বলা যায় না [প্রকাশে] এই পথ দিয়ে আসুন। (উভয়ের আগমন)

‘মহারাজ এই নূতন বাগান, এ অতি উত্তম স্থান, হেথায় মন্দ মন্দ বাতাস, চতুর্দিক পুষ্পগন্ধে আমোদিত ও মধুকরের কলরবে মুখরিত।

## দ্বিতীয় অঙ্ক।

দুর্ঘো। হাঁ, তুমি আমার যুদ্ধের রথসজ্জা করতে  
বলোগে, আমি ভানুমতীর সঙ্গে সাক্ষাৎ  
করেই যুদ্ধে যাবো।

কঞ্চু। যে আজ্ঞা। (কঞ্চু কীর প্রস্থান)।

সখী। দেবি মনে হয়েছে কি?

ভানু। হাঁ হঠাৎ আবার ভুলে যাচ্চি।

দুর্ঘো। (দেখিয়া স্বগত) এই যে প্রিয়া ভানুমতী।  
সখীর সঙ্গে কথা কচোন। কি কথা কচোন  
এই লতার আড়ালে থেকে শুনি না কি বল্-  
চেন। [ তথাবস্থিতি ]

সখী। রাজমহিষি তুমি এত ব্যাকুল হচ্যো কেন,  
বলনা শুনি।

দুর্ঘো। ( স্বগত ) কেন, ব্যাকুল কেন ?

ভানু। হাঁ সখি শোন। সেই নকুলটা দেখতে  
অত্যন্ত সুন্দর, আমি তার প্রতি এক দৃষ্টে চেয়ে  
ছিলেম, সে ক্রমে আমার নিকটে এলো। সখি  
আমি আর বলতে পারিনে, সেই অবধি  
আমার অন্তঃকরণ কেমন হচ্যে। (অধোবদন)।

দুর্ঘো। ( স্বগত ) একি কথা বলে, মাদ্রীর পুত্র নকুল  
আমার শত্রু পক্ষ, সে ওর নিকটে এসেছে?  
তাকে দেখে ওর মন আকৃষ্ট হয়েছে? সেই  
নিমিত্ত এতো ব্যাকুল হয়ে উঠেছে বটে। শুনি

শেষটা কি ঘটে উঠেছে।

সখী। রাজমহিষি ব্যাকুল হইও না, তার পর কি হলো বলো।

ভানু। তার পর আমি একাকী প্রমদনে গেলেম, সেও আমার সঙ্গে সঙ্গে গেল।

দুর্যো। (সক্রোধে স্বগত) আর শোম্বার আবশ্যিকতা নাই। সেই ছুরাক্সা মাদ্রীপুত্রকে এখনই গিয়ে সংহার করি (কিঞ্চিৎ গিয়া প্রতিনিবৃত্ত) না তা পরে হবে, অগ্রে এই পাণ্ডী-রসীকেই সেই দুষ্কর্মের প্রতিকল দিই। (করবাল নিষ্কাশীকরণ)

সখী। তার পর।

ভানু। তার পর সেই নকুল আমার সমক্ষেই যেমন একশটা সাপ মেরে ফেললে অমনি মহারাজকে জাগাতে বন্দীগণের স্তুতিপাঠের সঙ্গে মঙ্গলধ্বনি হলো। তাতে আমি জেগে উঠেলেম।

দুর্যো। (সবিতর্কে স্বগত) অঁ জেগে উঠেলেম বলচে, তবেত এ স্বপ্নেরই কথা বোধ হয়। শুনি না, সখীর উত্তরেই জানতে পারবো- এখন।

সখী। হাঁ স্বপ্নটা বড় ভাগ নয় বটে।

দুর্যো। ( স্বগত ) আঃ বাঁচলেম এ স্বপ্নেরই কথা বটে। ( করবাল কোষে নিক্ষেপ ) তাইতো-বলি, আমি রাজা দুর্যোধন, আমার মহিষী, তার পাপ কর্মে প্রবৃত্তি একি সম্ভাবনা ? ভাগ্যে আমি প্রিয়াকে বিনাশ করি নাই।

ভানু ! এখন উপায় কি সখি ।

সখী । রাজমহিষি একটা কথা বলি, মনে কিছু করো না, জিজ্ঞাসা করলে সত্য কথাই বলা উচিত। দেখ ভাই—এ স্বপ্নটা বড়ই মন্দ ? একেতো স্বপ্নে নেউল দেখাই ভাল নয় তার আবার একশটী সাপ মেরে ফেললে, এ অত্যন্তই অমঙ্গল।

ভানু । সখি, পাছে মহারাজের কোন অমঙ্গল হয় ।

সখী । ভাবনার বিষয় বটে, তা বরং এক কৰ্ম্ম করা গজ্ঞাতে কি যমুনাতে স্নান করে ব্রাহ্মণদিগকে কিছু দান কর আশীর্বাদ লও, হোম করাও, আর স্বহস্তে এই পুষ্প চয়ন করে এই পুষ্পে সূর্য্যদেবকে পূজা কর এই সব কর আর ভাই কি বলবো বলো। ( উভয়ে পুষ্প চয়ন )

দুর্যো। ( স্বগত ) এ স্বপ্নটা মন্দ বটে। আবার আমার বামচক্ষুটোও নাচে, এ সকল হওয়া ভয়ের বিষয় তার মনেহ কি। ( চিন্তা করিয়া )

না, এতে আর কি হতে পারে? অন্ধিরা বলে-  
ছেন, গ্রহের গতি, স্বপ্ন আর অন্যান্য অনিমিত্ত  
এ সকল কাকতালীয় । যা হবার হয় তা হয়েই  
ধাকে, কিন্তু লোকে বলে ঐ নিমিত্তই হয়েছে ।  
ফলে সে সকল মিথ্যা? যাঁদের বুদ্ধিবৃত্তি আছে  
তাঁরা কি এতে ভয় করেন, তা আমি রাজা  
দুর্যোধন হয়ে এ সকল গণ্য করবো?

ভানু । এই যে সূর্য্য উঠলেন । ( পুষ্পপাত্র রক্ষা )  
সখী । হাঁ, রাজমহিষি এই সময় তুমি অর্ঘ্য প্রদান  
কর ।

ভানু । ( অগ্রে গিয়া কৃতাজ্জলিপুটে ) হে সূর্য্যদেব !  
তুমি ত্রিলোকনাথ, আমি তোমাকে প্রণাম  
করি, যেন কোন অমঙ্গল না ঘটে । মহারাজ  
যেন জয়ী হন । সখি, পুষ্প পাত্রটি দেও দেখি  
পূজা করি ।

( দুর্যোধন সখীর হস্ত হইতে পুষ্পভাজন লইয়া  
ভূমিতে পাতন করিল )

ভানু । ঐ যা, সব ফুলগুলি ফেলে দিলে ( রাজাকে  
দেখিয়া লজ্জায় অধোবদন )

দুর্যোধন । ( সহাস্যবদনে ) এই যাঃ সব ফুল ফেলে  
দিলেম । দেবি, এ দাস তোমার কোন কাষেরই  
নয়, এখন তুমি উচিত দণ্ড কর ।

ভানু । ( সান্নয়নে ) মহারাজ আমাকে একটু ক্ষমা করুন, আমি দুঃস্বপ্ন দেখে বড় ভীত হয়েছি, সূর্য্যদেবকে পূজা করি ।

দুর্য্যো । নম্ব প্রিয়ে, তোমার কিছুই করতে হবে না, আমি তোমার স্বপ্ন কথা সকলি শুনেছি । কোন আশঙ্কা নাই । এস, আর এখানে থেকে কায নাই ।

ভানু । আমার বড় ভয় হয়েছে ।

দুর্য্যো । ( সগর্বে ) রেখে দেও, তোমার আবার ভয় । আমার জগৎ ব্যাপ্ত একাদশ অর্কোহিণী সেনা, যাদের প্রতাপে ক্ষণে ক্ষণে ভূমিকম্প হচে তাদের কি পরাক্রম নাই, দ্রোণ কর্ত্ত্ব রূপ অশ্বধামা প্রভৃতি সেনাপতিদের কি বীৰ্য্য নাই ? যে তুমি আশঙ্কা কর । প্রিয়ে তুমি আপনি যে কত বড় তা জানতে পার না, তুমি মহারাজ দুর্য্যোধন স্বরূপ সিংহের মহিষী, তুমি আমার একশত ভ্রাতার বাহুবনচ্ছায়াতে সুখে নিদ্রা যাচ্য । তোমার আবার ভয় ?

ভানু । না, ভয় নাই বটে কিন্তু তোমার মনোরথ পূর্ণ হয় এই আমার অভিলাষ ।

দুর্য্যো । তোমার সহিত সর্কদা একত্র থাকি আমার এই মনোরথ আর মনোরথ কি ?

( নেপথ্যে ঝটিকার শব্দ )

ভানু । (সত্যে ) মহারাজ এ কি এ কি  
দূর্যো । প্রিয়ে ভয় কি, ও একটা ঝড় উটেছে,  
আর অন্য কিছু নয় - ভয় নাই ।

সখী । মহারাজ এই কাঠের ঘরে যাউন, বড় ধুলো  
উড়েছে ।

দূর্যো । হাঁ, এ ঝড়ে আমার উপকারই কল্যে  
চল প্রিয়ে গৃহের মধ্যে যাই ।

ভানু । কিছুই করা হলো না, আমার যেমন কপাল ।

( কঞ্চুকীর প্রবেশ )

কঞ্চু । (সস্ত্রমে ) গেল গেল গেল ।

দূর্যো । কি গেল, কি গেল ।

কঞ্চু । ভেঙে গেল, ভেঙে গেল ।

দূর্যো । ( বিরক্তি ভাবে ) কি ভেঙে গেল, স্পষ্ট  
করেই বন্ না শুনি ।

কঞ্চু । মহারাজের রথের ধ্বজা ভেঙে গেল ।

দূর্যো । আঃ কি পাপ, তার আর আশ্চর্য্য কি? বড়  
ঝড় উঠেছে তাই ধ্বজা ভেঙে গেছে ।

কঞ্চু । মহারাজ যুদ্ধে যাওয়ার সময় রথের ধ্বজা  
ভাঙলো, তাই বল্চি ওটা ভারি অমঙ্গল ।

ভানু । মহারাজ্ এসকল অতি অমঙ্গল, আপনি  
কিছু স্বস্ত্যয়ন করাউন ।

দুর্ঘো। (অবজ্ঞা করিয়া) বলো গে হে পুরোহিতকে  
বলো গে ।

কঙ্ক। যে আজ্ঞে । (গমন করত প্রত্যাবৃত্ত হইয়া )  
মহারাজ জামাইয়ের মা আর দুঃশলা  
আস্চেন ।

দুর্ঘো । [ স্বগত ] জয়দ্রথের মা আর দুঃশলা  
আস্চে, কেন? অভিমন্যুর বধে পাণ্ডবেরা  
বুঝি রাগত হয়ে কোন অত্যাচার করে থাকবে  
( প্রকাশে ) আচ্ছা আস্তে বল ।

কঙ্ক। যে আজ্ঞে [ প্রস্থান ] ।

( জয়দ্রথের মাতা ও দুঃশালার প্রবেশ ও  
উভয়ে দুর্ঘোদনের চরণে পতিত হইল )

মাতা । কুরুনাথ রক্ষা কর রক্ষা কর, আমাদের আর  
কেউ নাই । [ দুঃশলার রোদন ] ।

দুর্ঘো । ( সমস্ত্রমে ) মা, ভয় কি ভয় কি । কিছু  
অমঙ্গল হয়েছে নাকি ? বলো জয়দ্রথের তো  
মঙ্গল ?

মাতা । মঙ্গল আর কৈ ।

দুর্ঘো । কেন কেন ।

মাতা । অর্জুন পুত্র শোক কাতর হয়ে প্রতিজ্ঞা  
করেছে, আজকের দিনের মধ্যেই আমার জয়-  
দ্রথকে মেরে ফেলবে !

দুর্যো (সহাস্য বদনে) এতেই তোমাদের ভয়?  
 দুঃশলা তুমি এই নিমিত্ত রোদন কচ্যো? আমি  
 বলি বুঝি আর কিছু! হঃ অর্জুন পুত্রশোকে  
 ব্যাকুল হয়ে পাগোলের মত কি বলেছে তায়  
 তোমাদের ভয় কি? কি আশ্চর্য, জ্বীলোক কি  
 নিরোধ। দুঃশলা তুমি কাঁদ কেন। জয়দ্রথের  
 কোন অনিষ্ট করতে পারে অর্জুনের এমন কি  
 ক্ষমতা আছে। যার রক্ষা কর্তা আমি রাজা  
 দুর্যোধন।

মাতা। বাছা কি জানি তার অভিমত্য গেছে বলে  
 সে তো মরিয়ে হয়েছে।

দুর্যো। রেখে দেও তুমি মারিয়ে হয়েছে, পাণ্ডব-  
 দের যতো ক্ষমতা তা সকলেই জানে, তাদের  
 যদি শক্তি থাকতো তা হলে যখন সভামধ্যে  
 আমার আজ্ঞার দুঃশাসন তাদের দ্রৌপদীকে  
 দুর্ভীক্য বলে কেশাকর্ষণ করে উলঙ্গ করে  
 তখন কি অর্জুন সেথায় ছিল না—না ক্ষত্রিয়  
 জাতির তাতে ক্রোধ হয় না, তা কি করতে  
 পারলে।

মাতা। সে আবার প্রতিজ্ঞা করেছে যদি আজকে-  
 কার দিনের মধ্যে জয়দ্রথকে না মারতে পারে  
 তা হলে আপনিই অগ্নিপ্রবেশ করবে।

দুর্যো। (সহাস্যবদনে) তা এ তো আমাদের মঙ্গ-  
 লেরই কথা, জয়দ্রথকে কখনই মারতে পারবে  
 না আপনি মরবে এই সত্য । সে মলে আবার  
 যুদ্ধিষ্ঠিরও মরবে প্রতিজ্ঞা আছে, সুতরাং মা  
 তুমি জেনো এত দিনের পর আমার সকল  
 শত্রুই ক্ষয় হলো । তাতে ভাবনা কি ? জয়দ্র-  
 থের কোনই বিপদ হবে না । দেখ মা, আমি,  
 আমার একশ ভাই, কর্ন, দ্রোণ, অশ্বথামা, কৃপ,  
 কৃতবর্মা প্রভৃতি—সকলেই আমার তোমার  
 সম্ভানকে রক্ষা করবো, তার নাম করে পৃথি-  
 বীতে এমন কে আছে ? আর তোমার সম্ভানের  
 ক্ষমতাও তুমি জান না—তাই ভয় পেয়েছ ।  
 যুদ্ধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব, এরাতো মনুষ্যের  
 মধ্যেই নয়, ভীম আর অর্জুন যোদ্ধা বটে তা  
 তারাও কি জয়দ্রথের যুদ্ধে সমর্থ হয় ।

ভানু । সে কথা বটে তবু অর্জুনের প্রতিজ্ঞা শুনে  
 ভয় হতে পারে ।

মাতা । হাঁ বাছা, ষথার্থ বলেছ ।

দুর্যো। রেখে দেও ভয় । আমি রাজা দুর্যোধন,  
 আমার আবার পাণ্ডবদের ভয় । ভানুমতী  
 পাণ্ডবদের বলই জেনে রেখেছেন । তারা এমন  
 প্রতিজ্ঞাতো মধ্যে মধ্যে করেই থাকে । এই

প্রতিজ্ঞা করলে ছঃশামনের রক্ত পান করবে,  
 ছর্যোথনের উরু চূর্ণ করবে তা কৈ করলে  
 না? তা সে সব প্রতিজ্ঞাও যেমন জয়দ্রথের  
 বধের প্রতিজ্ঞাও সেইরূপ । অরে কে আছেরে  
 আমার যুদ্ধের রথ সজ্জা হয়েছে কি না দেখ,  
 আমি স্বয়ং যুদ্ধে যাই সেই অর্জুনকে আজই  
 সংহার করে আসিগে ।

( কঞ্চুকীর প্রবেশ )

কঞ্চু । মহারাজ যুদ্ধের রথ প্রস্তুত ।  
 ছর্যো । দেবি ! গৃহের মধ্যে যাও আমি যুদ্ধে চল-  
 লেম ।

( সকলের প্রস্থান ) ।

দ্বিতীয় অঙ্ক ।

---

## তৃতীয় অঙ্ক ।

প্রথম গর্ভাঙ্ক ।

রণস্থলের সন্নিকট ।

( বিক্রমবেশা রাক্ষসীর প্রবেশ )

রাক্ষসী । ( পরিতোষে অউহাস্য করত নৃত্য ) বেশ  
বেশ বেশ, একশ বছর এইরূপ যুদ্ধ হোক মজা  
করে আমরা খেয়ে বেড়াবো । জয়দ্রথের বধের  
দিন যেকপ যুদ্ধ হয়েছিল আজ অর্জুন যদি  
সেইরূপ যুদ্ধ করে তা হলেই ভারি আমোদ  
হয় । তা আনার স্বামী রুধিরপ্রিয় গেল  
কোথা, ডাকি দেখি, ও ও ও রুধির প্রিয়, রুধির  
প্রিয় রে এএএ । আঃ মর গেল কোথা ? ও ও  
ও রুধিরপ্রিয় ।

( রাক্ষসের প্রবেশ ) ।

রাক্ষ । কেরে আমাকে ডাকে ?

রাক্ষসী। (দেখিয়া আফ্লাদে) এই যে রুধিরপ্রিয়!  
 ও রুধিরপ্রিয়, এসেছিস্ আয় আয় এইমাত্র  
 একটা মোটা রাজা মরেছে, তাকে এনেছি,  
 এইনে খা খা।

রাক্ষ। [ আফ্লাদে ] বেশ করেছিস, দে দে খাই,—  
 আমার বড় ক্ষিদে ভূষণ হয়েছে রে ॥

রাক্ষসী। সেকিরে? এই এমন যুদ্ধে বেড়াচ্যিস  
 তবু তোর ক্ষিদে ভূষণ?

রাক্ষ। আমি কি এখানে ছিলাম আমি হিড়ম্বাকে  
 দেখতে গিছিলেম, ঘটোৎকচের বধে সে বড়ই  
 কাতর হয়েছে। সে কথা থাক্। তুই এখানে  
 কচ্যিস্ কি?

রাক্ষসী। আমি কি চুপ করে আছি, কত খাদ্য  
 সামগ্রী সংগ্ৰহ কচ্যি। ভগদত্ত, জয়দ্রথ, মৎস্য-  
 রাজ, ভূরিশ্রবা, বাহ্লীক, আর সকল নামও  
 জানিনে কত শত শত রাজা মলো—তাদের  
 রক্ত মাংস ঐ দেখ ঐ হাজার হাজার কলসী  
 পুরে রেখেছি—এখন আরো চেষ্টা করে  
 বেড়াচ্যি।

রাক্ষ। বেশ করেছিস্, তুই কেমন গিল্লী, না হবে  
 কেন?।

রাক্ষসী। হাঁরে হিড়ম্বা তোকে কিছু বললে?।

রাক্ষ। বললে বৈকি, বললে রুধিরপ্রিয় তুমি  
আজ ভীমের সঙ্গে থেকে তাই যাচ্য।

রাক্ষসী। কেন ভীমের সঙ্গে থাকা কেন ?

রাক্ষ। সে নাকি প্রতিজ্ঞা করেছে দুঃশাসনের রক্ত  
পান করবে, তা সে খেলে তার পর আমি খাবো  
সেই জন্যে তার সঙ্গে থাকতে হবে।

[ নেপথ্যে শব্দ। ]

রাক্ষসী। [ শুনিয়া ] ওরে দেখতো রে, ও দিগে  
বড়ষে হাহাকার উঠেছে।

রাক্ষ। [ দেখিয়া ] ওরে ধূষ্টদ্যুম্ন দ্রোণকে মেরে  
ফেললে রে।

রাক্ষসী। তবে চল না যাই, দ্রোণের রক্তটা খাইগে।

রাক্ষ। নারে—ও বামণ, বামণের রক্ত খেলে গলা  
পুড়ে যাবে।

রাক্ষসী। ওরে এদিগে ওটা আবার কে আসে  
দেখতো।

রাক্ষ। (দেখিয়া) ইঃ ওটা যে অশ্বখামা না? খড়্গ  
হাতে করে এদিগেই আসচে, কি জানি ধূষ্ট-  
দ্যুম্নের প্রতি রাগ করে পাছে আমাদের মারে  
তা চল আমরা পলাই।

[ সত্বর উভয়ের প্রস্থান। ]

( অশ্বখামার প্রবেশ )

অশ্ব । ( স্বগত ) উঃ কি ভয়ঙ্কর শব্দ ! কেন এমন শব্দ হচ্ছে ? ( চিন্তা করিয়া ) হ'য় অর্জুন না হয় ভীম আমার পিতাকে বুঝি রাগিয়েছে তাই পিতা সিংহনাদ করে থাকবেন। তবে আর আমার রথের প্রতীক্ষায় কাযকি হাতেতো অস্ত্র আছে, অমনি যাই—(কিঞ্চিং গিয়া) তাইতো—হাঁ.ইঃ পাণ্ডবসেনাদের যে বড় কোলাহল ? কাণ্ডটা কি। ওকি ! কেন কেন ? কর্ণ প্রভৃতি বড় বড় যোদ্ধারা যে পালাচ্ছে ? সেকি ! । ( প্রকাশে ) ওহে যোদ্ধা সকল, তোমরা পালাচ্চা কেন হে ? আহা হি হি হি যুদ্ধ পরিত্যাগ ক্ষত্রিয়ের কর্ম নয়, আর আমার পিতা এ যুদ্ধে সেনাপতি হয়ে আছেন তোমাদের আশঙ্কাই বা কি।

( নেপথ্যে ) কৈ তোমার পিতা কি আছেন।

অশ্ব । ( সক্রোধে ) কি এত বড় যোগ্যতা ! আমার পিতার অমঙ্গলের কথা বলিস্ ? তোর মস্তকে এখনো বজ্রাঘাত হলো না ? কেন এখন তো দ্বাদশ সূর্য্য উদয় হয় নাই, প্রলয়কালের বায়ুও বহে নাই—আকাশ হতে মেঘগুলো ছিঁড়ে

এখনো ভুতলে পড়ে নাই, আমার পিতার  
অমঙ্গলের কথা বলিস্ ?

( সারথির প্রবেশ ) ।

সার । কুমার রক্ষা কর রক্ষা কর, সর্কনাশ হলো  
সব গেল ।

অশ্ব । (স্বগত) এই যে পিতার সারথি আশ্বায়ন ।  
( প্রকাশে ) সে কি সারথি ! তুমি ত্রিলোক-  
রক্ষা কর্তার সারথি হয়ে বাণকের নিকটে  
রক্ষা প্রার্থনা করো ?

সার । কুমার ! তোমার পিতা কি আছেন ?

অশ্ব । কি পিতা নাই তিনি কি মরেছেন ? ।

সার । কি বলবো অদৃষ্টের কথা ।

অশ্ব । বলো কি পিতার মৃত্যু ? আমি কথাটা ভাল  
বুঝতে পারলেম না, সবিশেষ বল দেখি শুনি,  
কে তাঁকে বধ করলে ভীম না কে ?

সার । না না ।

অশ্ব । অর্জুন ?

সার । না অর্জুন নয় ।

অশ্ব । তবে বুঝি কৃষ্ণ ।

সার । না তাও নয় ।

অশ্ব । তবে তাঁকে বধ করে পৃথিবীতে এমন কে  
আছে ।

সার । ভীম অর্জুন কি কৃষ্ণ এদের ক্ষমতা কি যে তাঁকে বধ করে, তিনি আপনি শোকে অস্ত্র-  
ত্যাগ করলেন তাতেই তাঁর মৃত্যু হলো ।

অশ্ব । শোক কিসের ?

সার । তোমার নিমিত্তই শোক ।

অশ্ব । আমার নিমিত্ত শোক ? ও কি কথা বল্চো  
আমি যে কিছুই বুঝতে পার্লেম না ।

সার । তবে সবিশেষ বলি শোন । তিনি যুদ্ধ করতে  
করতে জনশ্রুতিতে শুনলেন অশ্বথামা হত  
হয়েছেন, শুনে ভাবলেন সে কি ? আমার  
অশ্বথামা চিরজীবী সে মরেছে এ কি কথা,  
বিশেষ জান্বার নিমিত্ত সত্যবাদী যুধিষ্ঠিরকে  
জিজ্ঞাসা করলেন, করলে যুধিষ্ঠির “অশ্ব-  
থামা হত” এই কথা বলে পরে বললেন  
“গজ” তা যুদ্ধের বাদ্যের ধ্বনিতে গজ শব্দটা  
শুনতে পেলেন না । যুধিষ্ঠিরের কথাগুলো  
অশ্বথামা মরেছেন এইটে নিশ্চয় হলো, সুতরাং  
পুত্র শোকে ব্যাকুল হয়ে ধনুর্কাণ পরিত্যাগ  
করলেন ।

অশ্ব । (সরোদন) আঁ তবেকি তাঁর মতাই পরলোক  
হয়েছে ? হায়, আমার অদৃষ্টে কি হলো,  
পিতা তুমি কোথা গেলে, (বাগিয়া রোদন)

সার । কুমার শান্ত হও শান্ত হও, এহলে শোক  
করা বীরের কার্য্য নয় ।

অশ্ব । পিতা আমার শোকে অস্ত্রত্যাগ কর্ণেন  
প্রাণও ত্যাগ কর্ণেন কিন্তু আমি এমনি  
কৃতঘ্ন নিষ্ঠুর যে তাঁর শোকে এখনো বেঁচে  
আছি । (মূচ্ছা) ।

(কৃপাচার্য্যের প্রবেশ)

কৃপ । [সবিষাদে) ভূর্ষোধনকে ধিক্ যুধিষ্ঠিরকে  
ধিক্ অন্যান্য রাজগণকে ধিক্ আমাদিগকেও  
ধিক্ । আমরা সেই সভামধ্যে দ্রোণদীর  
কেশাকর্ষণ দেখেছিলেম আর আজ্ এই  
দ্রোণাচার্য্যের কেশাকর্ষণ দেখ্লেম, একবার  
স্রীলোকের কেশাকর্ষণে এই বিপদ্ ঘটেছে  
আবার ব্রাহ্মণের কেশাকর্ষণ, এতে বোধ  
হয় আর কেউ বাঁচবে না । [দেখিয়া)  
ঐ যে অশ্বখামা পিতার বধবার্তা বুঝি  
শুনেছেন । নিকটে যাই কিন্তু তাঁকে যেকপে  
বধ করেছে সে অপমানের কথা শুনে কি  
করেন বলা যায় না । (নিকটে গিয়া) ওকি  
ওকি, বাপু ওঠ ওঠ ।

অশ্ব । (চৈতন্য পাইয়া) হায় পিতা কোথা

গেলে, তুমি বীর চড়াননি ছিলে, আমার নিমিত্তই দেহত্যাগ করলে ? (রোদন) ।

সার। কুমার তোমার মাতুল এসেছেন ।

অশ্ব। (দেখিরা স্বরোদনে) মাতুল পিতা কোথায় ?

তিনি যে তোমাকে লয়ে যুদ্ধে এসেছিলেন, তাঁকে তুমি কোথায় রেখে এলে ।

রূপ। বাপু! তুমি জানী নিতান্ত অধৈর্য্য হয়ে রোদন করলে কি হবে ।

অশ্ব। আমি আর রোদন করবো না এ দেহও রাখবো না, তাঁর সঙ্গেই যাবো ।

রূপ। না বাপু! অমন কর্ম্ম করো না। সংসারে এই রীতিই আছে, তোমার পিতা পরলোক গেছেন তুমি তাঁর উপযুক্ত সন্তান তাঁর শ্রাদ্ধ তর্পণাদি করো, আপাতত পিতৃবৈরনিষাতন কর শোক কেন ? ।

সার। বীরের এই কর্তব্য বটে ।

অশ্ব। হাঁ সে সত্য কথা কিন্তু আমি তাঁর শোক সহিতে পারবো না, আমার এ শোক অতি অসহ্য (অস্ত্রের প্রতি) অহে খড়্গ! পিতা কর্তব্য বলেই তোমাকে ধারণ করেছিলেন, কারু কাছে পরাভব ভয়ে করেন নাই পরে পুত্র শোকেই তোমাকে ত্যাগ করেছেন ভয়ে

ত্যাগ করেন নাই, তা আমিও তোমাকে  
ত্যাগ করিলাম । [খড়্গত্যাগ] ।

• ( নেপথ্যে )

অগো ভদ্রলোক সকল ? দ্রোণাচার্য্য অতিমান্য  
কত্রিয়দের গুরু, তিনি মরুন্ তায় জানি নাই,  
তঁার অপমান তোমরা উপেক্ষা করলে ?

অশ্ব । ( সক্রোধে অস্ত্র গ্রহণ পূর্বক ) কি পিতার  
অপমান ? ।

( পুনর্নেপথ্যে )

অপমান আর নয় কেমন করে, তিনি পুত্র  
শোকে অস্ত্র ত্যাগ করে রোদন কচ্ছিলেন,  
অতি দুর্ভাগ্যে তঁার কেশাকর্ষণ করে  
মস্তকচ্ছেদন করলে ।

অশ্ব । ( সক্রোধে ) কি পিতার কেশাকর্ষণ করেছে ।  
রূপ । এই কথাইতো সকলে বল্চে ।

অশ্ব । ছুরাঝা আমার পিতার মাথায় হাত দিলে ?  
সার । কুমার এমন অপমান তঁার কখনো হয় নাই ।

অশ্ব । ( অতীবক্রোধে ) পিতা আমার শোকে  
অস্ত্র ত্যাগ করে সেই ক্ষুদ্র লোকের নিকটে  
অপমানিত হলেন ? যা হোক শোকেই তিনি  
প্রাণত্যাগ করেছেন করলে কাকই হোক আর  
•ধৃষ্টদ্যুম্নই হোক তঁার মস্তকস্পর্শ করতে

পারে? কিন্তু আমিতো তাঁর পুত্র, হাতে অস্ত্র আছে, আমি কি সেই পিতৃহত্যার মস্তকে পদার্পণ করবো না? অরে ছুরাছা পাঞ্চাল-কুল-কুসন্তান! জানিস্নে আমার হাতে এখনো অস্ত্র আছে। (উল্লস্কে) হাঁ হে যুধিষ্ঠির, তুমি না সত্যবাদী ধর্মপুত্র? তুমি আমার পিতার নিকটে মিথ্যা কথা কৈলে? অঁ—ষা-বেটা তুই মিথ্যাবাদী, ভণ্ড, তোকে আর কি বলবো। অর্জুন, ভীম, কৃষ্ণ, ওহে তোমাদেরওকি এটা উচিত হলো? তিনি ব্রাহ্মণ প্রধান বীর সকলেরই গুরু বিশেষতঃ আমার পিতা, তাঁর এই অপমান তোমরা সকলে স্বচক্ষে দেখলে? দূর হ তোরাও মহাপাতকী তোদের অকর্তব্য কি আছে? তোরা কেউ করেছিস্ কেউ করতে বলেছিস্, কেউ দেখে ছিস্, আমি কাকেও ক্ষমা করবো না? কি ভীম, কি অর্জুন, কি কৃষ্ণ, সকলকেই সংহার করবো।

কৃষ্ণ। তুমি মনে করলে কিনা করতে পার, জ্ঞোণা-চার্যের তুল্য তোমার ক্ষমতা।

অশ্ব। সারথি লীভ্র রথ আনো আমি যুদ্ধে যাই।  
সাঁর। হাঁ আমি চল্লেম। (প্রস্থান)

রূপ । এ উচিত বটে তুমি না করলে এ অপমান  
আমাদের কিসে যায় ? সেই নিমিত্ত তুমি  
সেনাপতি হয়ে যুদ্ধে যাও আমার এই ইচ্ছা ।

অশ্ব । সে কেবল পরাধীন হওয়া বৈ নয় ।

রূপ । না না, এখন ভীষ্ম নাই দ্রোণ নাই তুমি না  
সেনাপতি হলে ধৃতরাষ্ট্রের সৈন্য যে অনাধ  
হবে । আরো বিবেচনা করো তোমার তুল্য  
বীর দুর্ষ্যোধনের এখন আর কে আছে ? সূত-  
রাং আমি বোধ করি দুর্ষ্যোধন আপনি আজ  
তোমাকেই সেনাপতিত্ব পদে বরণ করবেন ।

অশ্ব । তা যদি হয় তবে চলো মহারাজ দুর্ষ্যো-  
ধনের নিকটে অগ্রে যাই তিনি আমার পিতার  
শোকে ব্যাকুল হয়েছেন—আমি কাছে গেলেও  
কতক দুঃখ নিবৃত্তি হবে ।

রূপ । সেই ভাল অগ্রে সেখানেই চল যাই (পথা-  
স্তরে উভয়ের গমন )

## দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক ।

রণস্থলের একদিক ।

( কর্ণের সহিত ছুর্যোধন উপবিষ্ট )

ছুর্যো । হাঁ সখা, বলি ওকি ! অমন যুদ্ধের সময়  
দ্রোণাচার্য্য অস্ত্র ত্যাগ করলেন ? হুঁঃ জেতে  
বামণ কিনা, বামণের কৰ্ম্ম কি যুদ্ধ করা ?

কর্ণ । না মহারাজ, তা নয় ।

ছুর্যো । তবে কেন এমন হলো ?

কর্ণ । দ্রোণাচার্য্যের অভিপ্রায় ছিল যুদ্ধে ক্রমে  
উভয় পক্ষ ক্ষয় করে পরিশেষে অশ্বথামা-  
কেই রাজা করবেন, তা অশ্বথামা মরেছে  
শুনে ভাবলেন আর কেন, মানসতো পূর্ণ হলো  
না—তবে আমি ব্রাহ্মণ আর অস্ত্রধারণের  
প্রয়োজন কি, তাই অস্ত্রত্যাগ করলেন ।

ছুর্যো । হাঁ এ হতে পারে ।

কর্ণ । না না, একথা যে আমিই বল্চি তা নয়—  
সকলেই জানে, দ্রুপদরাজা তাঁর ঐ অভিপ্রায়  
জেনেছিল, তার নিমিত্ত তাঁকে রাজ্য থেকে  
দূর করে দেয় ।

দুর্যো। তাই বটে ?

কর্ণ। কেন মহারাজ দেখেন নাই ? ঐ জন্যে এমন সকল বীর মলো তিনি উপেক্ষাই করলেন।

দুর্যো। ঠিক কথা বলেছ, এর আর কোন সন্দেহই নাই। কেননা তিনি প্রথমে জয়দ্রথকে অভয় প্রদান করেন তার পর অর্জুন যখন তাকে বধ করে তিনি উপেক্ষাই তো করলেন, রক্ষা করলে কি রক্ষা করতে পারতেন না, তা ও বায়ণ-ক্ষেতেরে বিশ্বাস নাই।

রূপ ও অশ্বখামার পুনঃ প্রবেশ।

রূপ। বাপু ঐ যে রাজা বসে আছেন, এস নিকটে যাই।

অশ্ব। হাঁ চলো।

উভয়ে। (অগ্রে গিয়া) মহারাজের জয় হউক।

দুর্যো। আম্বন্ (রূপাচার্যের প্রতি) গুরু প্রণাম করি। (অশ্বখামার প্রতি) আচার্য্যপুত্র এসো এসো, আমার নিমিত্তই তোমার পিতা গেছেন, তাঁর শোকে আমার শরীর দগ্ধ হচে, এসো ভাই তোমাকে কোলে করে সে শোক শান্তি করি। (আনিজন ও অশ্বখামার রোদন)।

কর্ণ। আর শোক করলে কি হবে ?

দুর্যো। গুরুপুত্র ভাই রোদন করো না, বিবেচনা  
করো এ শোক তোমার যেমন আমারও তো  
তেমনি, তোমার পিতা তিনি আমার পিতার  
সখা ছিলেন, তাঁর নিকটে অস্ত্রশিক্ষা তুমিও  
করেছ আমিও করেছি—তাঁর মরণে আমার  
যে দুঃখ তা ভাই তুমিও তো জানো।

অশ্ব। মহারাজ এমন কথা কৈলেন আর আমার  
শোক কি? তবে কি জানেন আমি পুত্র, আমি  
বেঁচে থাকতে পিতার কেশাকর্ষণ হলো তবে  
লোকে আর পুত্রকামনা করবে কেন?

কর্ণ। তিনি অস্ত্রত্যাগ করে আপনিই অপমানিত  
হলেন তা এখন তুমি কি করবে?

অশ্ব। কি বললে কর্ন আমি কি করবো? আমি  
কি করবো তা শোন, যে ব্যক্তি সে কার্য  
করেছে, যে করতে বলেছে, যে দেখেছে,  
পাণ্ডবদের পক্ষে যে যে অস্ত্রধারণ করেছে,  
পাঞ্চালবংশে যে যে আছে বালকই হউক  
বৃদ্ধই হউক আর গর্ভস্থই হউক আমি সকলের  
কালান্তক কাল সকলকেই সংহার করবো।

কর্ণ। (হাস্য করিয়া) বলা অনায়াসেই যায়  
কিন্তু করা সহজ নয়।

অশ্ব। (সক্রোধে) কি সহজ নয়! তুমিতো পরশু-

রামের শিষ্য, সকলই জান, পরশুরাম পিতার  
অপমানে যা করেছিলেন আমারও পিতার  
অপমান হয়েছে আমি তাই করবো।

দুর্যো। হাঁ বটে তোমারও ক্ষমতা সামান্য নয়।  
ক্লপ। মহারাজ ইনি সকল ভার নিতেই প্রস্তুত,  
আর আমিও বোধ করি ইনি সম্পূর্ণ উদ্যোগী  
হলে ত্রিলোকের রক্ষা নাই, পাণ্ডবেরা কোথা  
আছে? অতএব আপনি এঁকে সেনাপতি করুন  
তা হলেই আপনার শত্রুকুল ক্ষয় হবে।

কর্ণ। (হাস্য করিয়া) ওঁর বাপ হতেই বিস্তর  
হলো তা ওঁহতে হবে।

ক্লপ। না না না, অমন কথা বলো না, (দুর্যোধনের  
প্রতি) মহারাজ আমার বিশেষ অনুরোধ,  
আপনি ওঁকে সেনাপতি করুন।

দুর্যো। হাঁ তা হতে পারতো, কিন্তু কর্ণকে সেনা-  
পতি পদ দিবার স্থির করা গেছে।

ক্লপ। মহারাজ বিবেচনা করুন তা হলে এঁর প্রতি  
কিছু অনাদর করা হয়, সে সকল শত্রু ইনি  
স্বংহার করবেনই তবে কেবল এঁর মনোদুঃখ  
দেওয়া সে কি ভাল হয়?।

অশ্ব। মহারাজ আমাকে নিযুক্ত করুন বা নাই  
করুন আমি আজ রাত্রিশেষে উঠে গিয়ে

অগ্রে তো ঐ কেঁঠাবেটাকে বিনষ্ট করবো  
পরে পৃথিবীতে পাণ্ডবশূন্য করে তার পর  
গিয়ে পাঞ্চালবংশ ধ্বংস করবো ?

কর্ণ । এ কি আমরাই পারিনে না কি ?

অশ্ব । না ভাই পার না আমি তা বল্চিনে, তবে  
কি না আমি বড় দুঃখ পেয়েছি তাই বল্চি ।

কর্ণ । ওরে মুখ' যে দুঃখ পেয়েছে সে গে কাঁড়ুক  
তা হলেই তার দুঃখ নিবৃত্তি হবে আর যার  
ক্ষমতা আছে সে তোর মত মিথ্যা মুখে মালু-  
সটি মারে না সে পরাক্রমই প্রকাশ করে ।

অশ্ব । ( সক্রোধে ) কি তুই আমাকে এমন কথা  
বলিস্ তুই বেটা রাধার কুসন্তান, সূতজাতির

কর্ণ । হাঁ আমি সূতজাতিই হই অন্যই হই যেই  
হই, জনৈর কথায় কায কি, অদৃষ্টাধীন জন্ম  
সকল বংশেই হতে পারে কিন্তু আমার ক্ষমতা  
আছে আমি অক্ষম নই ।

অশ্ব । আমিই অক্ষম ? তুই বেটা বল্লি আমি  
কেঁদেই দুঃখ নিবৃত্তি করবো । কেন, তোর মত  
আমার অস্ত্র কি নির্বীৰ্য্য ? না তোর মত আমি  
অর্দ্ধরথী বৃদ্ধে থেকে মধ্যে মধ্যে পালিয়ে  
থাকি ?

কর্ণ । তুই বেটা মুখ বড় বামন মেলা বক্টিস-  
বৈতো নয়, আমার অস্ত্র নির্বীৰ্য্যই হোক  
আর সর্বাৰ্য্যই হোক আমি ত তা ফেলে দিই  
নাই, তোর বাপ যেনন ধৃষ্টদ্যুম্নের ভয়ে অস্ত্র  
ফেলে দেছিল ।

অশ্ব । (অত্যন্ত ক্রোধে) কি বেটা, তুই আমার  
পিতাকে নিন্দা করিস্ ? তুই অস্ত্রবিদ্যার  
জানিস্ কি ? আমার পিতা তিনি ভীতই হোন  
বলবানই হোন তাঁকে কেনা জানে ? তিনি প্রতি  
দিন যা করেছেন পৃথিবীই তা জানেন, তিনি  
অস্ত্র পরিত্যাগ করেছেন যে কেন সেই সত্য-  
বাদী যুধিষ্ঠিরই তা জানে, তুই বেটা ভয়ে  
কোথা পালিয়ে ছিলি ।

কর্ণ । হাঁ আমি ভয়ে পালিয়েছিলাম বটে তোর  
বড় ভরসা, মে যা হোক তোর বাপের বিষয়ে  
আমার কিছু সন্দেহ হয়েছে, তোর বাপ অস্ত্র  
ত্যাগ করেছিল করেইছিল তা বলে সামান্য  
ক্ষুদ্রলোকে যখন অপমান করে তাও কি বারণ  
করতে নাই ? দ্রোণদী জ্বীলোক, সভামধ্যে  
তার যেনন অপমান হয়েছিল তোর বাপের  
অদৃষ্টে তাই ঘটলো ।

অশ্ব । ওরে ছুরায়া তুই রাজার বড় প্রিয় হয়ে-

হিস্ বটে? তাই অহংকারে আমাকে যা ইচ্ছা  
তাই বল্‌হিস্? ধৃষ্টদ্যুম্ন আমার পিতার মাথায়  
হাত দিলে তিনি দুঃখেই হোক আর যাতেই  
হোক বারণ করেন নাই বটে, তা তুই তো  
ক্ষমতাপন্ন পুরুষ—আমি তোর মাথায় এই পা  
দিই তুই রাখ দেখি । ( চরণ উত্তোলন )

দুর্য্যোধন ও রূপ উভয়ে । ওকি ওকি ( কর্ণের  
মস্তকে পদাঘাত )

কর্ণ । (অস্ত্র আক্ষালন করিয়া) উঃ কি বল্‌বো তুই  
জেতে বামণ তাই বেঁচে গেলি ।

অশ্ব । অরে পাষাণ্ড, মুখ', আমি জেতে বামণ বলে  
তুই মার্তে পারলিনে? এই আমি জাতি  
ত্যাগ করি ( যজ্ঞোপবীত ছেদন ) আর মার  
এসে, ধর অস্ত্র ধর, হয় অস্ত্র ধর না হয় অস্ত্র  
ভ্যাগ করে ক্রুতাঞ্জলি হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা কর ।

( উভয়ে অস্ত্র লইয়া ঘোরতর যুদ্ধ । কিঞ্চিৎ  
পরে দুর্য্যোধন অশ্বখামাকে এবং রূপাচার্য্য  
কর্ণকে ধরিল )

অশ্ব । মাতুল ওকে ছেড়ে দেও, ও আমার পিতাকে  
নিন্দা করে ।

কর্ণ । মহারাজ ওকে ধরবেন না, ওকে একবার

শেখানো উচিত, উদ্ভলোকে কিছু বলে না তাই  
ওর বড় স্পর্ধা হয়েছে।

অশ্ব। ছেড়ে দিন মহারাজ, আমি ওকে সংহার  
করি, আমার হাতথেকে ওকে রক্ষা করে কি  
হবে? আপনি কি সখা বলে স্নেহ কচেন?  
ওঁকি আপনার সখার যোগ্য, ও সারথিরসন্তান  
নীচজাতি, আপনি চন্দ্রবংশীয় প্রধান রাজা,  
ও আপনার সখার যোগ্য নয় ছেড়ে দিন।

কর্ণ। (খড়্গ তুলিয়া) ওরে অত্রাক্ষণ তুই আমার  
হাতে মলি।

দুর্যো। এ ভাই তোমাদের অতি মুখতা।

কূপ। তাই তো, যা কর্তব্য তা দূরে গেল মধ্যহতে  
আপনাআপনি এ কি? (অশ্বধামার প্রতি)  
বাপু কান্ত হও, আমার দিব্য কান্ত হও।

অশ্ব। আচ্ছা আমি কান্ত হলেম। মহারাজ,  
ও আপনার বড় প্রিয়বন্ধু, ওকে সেনাপতি  
করেছেন, যুদ্ধে পাঠাউন—যুদ্ধে গিয়ে ভীমার্জু-  
নের ভয়ে কি করে আপনি দেখবেন। কিন্তু  
মহারাজ আমারো প্রতিজ্ঞা, ও যুদ্ধে না মলে  
আমি অস্ত্রধারণ করবো না, এই অস্ত্রত্যাগ  
করলেম। (খড়্গ পরিত্যাগ)

কর্ণ। তোদের অস্ত্র ধরা আর ফেলা তুল্য কথা।

নেপথ্যে ।

ওরে ছুরাঝা ছুঃশাসন, তুই না দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ করেছিলি ? অরে মহাপাতকি ধৃতরাষ্ট্রের কুসন্তান পশু, আমি আজ্ তোকে অনেক দিনের পর পেয়েছি, কোথা পালাবি ?

ওরে কর্ণ, ওরে দুর্ঘোষন, ওরে শকুনি, শোন তোরা, যে ছুঃশাসন সভামধ্যে দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ বজ্রাকর্ষণ করে ছিল আমিও সেই সময় প্রতিজ্ঞা করে ছিলাম ওর রক্ত খাবো, তা এখন সেই ছুঃশাসন আমার হাতে পড়েছে তোরা কে আছিস্ আয় এসে রক্ষা কর ।  
( সকলের উদ্বেগ )

অশ্ব । [ ব্যঙ্গ করিয়া ] ওহে বীরচূড়ামণি কর্ণ, তুমি পরশুরামের শিষ্য, দ্রোণাচার্য্যকে আবার উপহাস করে থাক, সেনাপতি হয়েছ, অস্ত্রধারণ করেছ, সকলকে রক্ষা করবে, তাকৈ এখন ভীমের হাত থেকে ছুঃশাসনকে রাখ দেখি ।

কর্ণ । ( উঠিয়া ) আঃ ছুরাঝা ভীমের কি সাধ্য  
• যুবরাজের ছায়া নাড়ায়—যুবরাজ জয় নাই  
আমি যাচি । ( সত্বর প্রস্থান )

অশ্ব । মহারাজ এখন ভীম নাই আমার পিতা

নাই আমিও প্রতিজ্ঞা করে অস্ত্র ত্যাগ করেছি,  
আপনি কর্ণের প্রতি নিতান্ত নির্ভর করায় না,  
ও হতে যে কিছু হয় বোধ হয় না, আপনি  
শীঘ্র গুে ভাইকে রক্ষা করুন ।

দুর্যো। ( উঠিয়া ) কার সাধ্য আমার ভাইকে  
স্পর্শ করে, ওরে কে আছে রে আমার রথ  
নিয়ে আর, আমি চল্লেম । (সত্বর প্রস্থান) ।

অশ্ব । [ যুদ্ধ নিরীক্ষণ করিয়া ] ঐ যাঃ ওকি হলো !  
মাতুল, কি সর্বনাশ ঘটে । অর্জুন আবার  
ভেয়ের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করবার নিমিত্ত  
এসে পথে কর্ণ দুর্যোধন উভয়কেই অবরোধ  
করলে । তবেইতো বিজাট ? ভীম যে অবাধেই  
দুঃশাসনের রক্ত খেয়ে প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করে  
দেখি ! এ কি হলো—অঁ রেখে দেও প্রতিজ্ঞা,  
আমি প্রতিজ্ঞা করি নাই, সত্য অপেক্ষা মিথ্যা  
ভাল, স্বর্গ অপেক্ষা নরকও ভাল, ভীম হতে  
তো দুঃশাসনকে রক্ষা করি তার পর যা  
অদৃষ্টে আছে তাই হবে ( অস্ত্র গ্রহণোদ্যোগ ) ।

নেপথ্যে ।

( এ কি, তুমি মহাত্মা দ্রোণাচার্যের পুত্র,  
তুমি প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করো । )

রূপ। বাপু দেববাণী হচ্ছে তুমি অস্ত্রধারণ  
করো না।

অশ্ব। এ কি দৈববাণী, আঃ দেবতারাও পাণ্ডবের  
পক্ষ রে! কি করি এখন? দুঃশাসনকেও যদি  
রক্ষা করতে না পারলেম তবে দুর্য়োধনের  
প্রিয়কার্য্য আমা হতে আর কি হলো? মাতুল  
ক্রোধ ভরে প্রতিজ্ঞাটা করা ভাল হয় নাই,  
তা এখন আর কি হবে, তুমিই যাও, যদি  
কিছু সাহায্য করতে পারো দেখ গে।

রূপ। হাঁ আমি চল্লেম—কিন্তু আমা হতে কত  
দূর হবে বলতে পারি নে।

[ মকলের প্রস্থান।

## . চতুর্থ অঙ্ক

রূপস্থলের অন্তর্দিক্ ।

[ দুঃশাসনের গ্রীবা ও কেশ ধরিয়া আকর্ষণ  
করত ভীমের প্রবেশ ]

ভীম । (দস্ত কড়মড় করত) যাবে কোথা—বমের  
হাতে পড়েছ, আবার পালাও যে? স্মরণ হয় না  
সেই যে সভাতে দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ করেছিলে,  
এই তোমার কেশাকর্ষণ হলো। বজ্র আকর্ষণ  
করেছিলে, এই তোমার প্রাণ আকর্ষণ করি।

( ভূতলে পাতন ও নানাকপে বধপূর্বক তাহার  
বক্ষঃস্থলের রক্তপান করিয়া অউহাস্য করত নৃত্য )  
ওহে যোদ্ধা সকল! দেখ তোমরা। এই তো  
আমার একটা প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হলো এখনো  
আরো একটা বাকি। এই দুঃশাসন দ্রৌপদীর  
কেশাকর্ষণ করেছিল, আমিও প্রতিজ্ঞা করে  
ছিলাম এর রক্তপান করবো, তা দুর্ব্যোধন  
বড় অস্তিমানী, কর্ণ বড় বীর, আমি তাদের

( চতুর্দিক দেখিয়া ) সকলের সমক্ষেই সে  
প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করলেম এখন দুর্ঘ্যোনকেই খুঁজে  
বেড়াচি, কৈ সে কোথায় ? এদিগেতো নাই...  
ওদিগে গিয়া দেখতে হলো—আমি চল্লেম।

( ভীমের প্রস্থান )

[ অচেতন দুর্ঘ্যোধনকে ক্রোড়ে লইয়া  
সারথির প্রবেশ ]

সার। ঐ যে রূপাচার্য্য কর্ণের সাহায্য করতে  
লাগলেন, তবে আমি এই সময় মহারাজকে  
লয়ে পামাই। কি জানি দুরাঙ্গা ভীম মহা-  
রাজকে আবার দুঃশাসনের মত করবে।  
( কিঞ্চিৎ আগমন ) এই বৃক্ষের ছায়াতে কোলে  
করে বসি, এখানে স্নশীতল বাতাস আছে,  
রাজার চৈতন্য হতে পারবে। ( চতুর্দিক  
দেখিয়া ) কৈ এখানে যে কেউ নাই—বুঝি  
ভীমের ভয়ে পালিয়ে থাকবে। তা রাজার  
চৈতন্য এখনো হচে না কেন ? হুঃ মত্তহস্তী  
সকল বন ভগ্ন করলে যদি একটীমাত্র শালবৃক্ষ  
থাকে তা হলে সে বনের যেমন অবস্থা হয়  
কুরুকুলের এক্ষণে সেইরূপ অবস্থা, ইনিই কেবল  
অবশিষ্ট আছেন। পোড়া বিধাতা কুরুকুলের

প্রতি একেবারেই কি বিমুখ হয়েছে—ভীম  
অবাধেই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করেগেল।

দুর্য্যো। (টৈতন্য পাইয়া) ভীমের কিসাধ্য  
প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করে। সারথি তুমি আমাকে এ  
কোথায় এনেছ, ছুঃশাসনের নিকটে শীঘ্র  
নিয়ে যাও ।

সার। আজ্ঞে, আর যাবার আবশ্যিক নাই।

দুর্য্যো। (সক্রোধে) কি যাবার আবশ্যিক নাই?

দুর্য্যো ভীম ছুঃশাসনের রক্ত-পান করবে,  
তোমার কি ক্রোধ নাই লজ্জা নাই দয়াও নাই।

সার। মহারাজ সে তা অনেকক্ষণ করে গেছে,  
আর যাবেন কি করতে।

দুর্য্যো। কি করে গেছে? স্পষ্টকরেই বলোনা।

সার। দুর্য্যো ভীম আপনার প্রতিজ্ঞা অনেকক্ষণ  
পালন করে গেছে।

দুর্য্যো। কি আমার ছুঃশাসন নাই? ছুঃশাসনকে  
বধ করেছে?

সার। আজ্ঞে—কি বলবো আর।

দুর্য্যো। (সশোকে) হায় কি হলো, আমি ছুঃশা-  
সনকে হারাইলেম! (রোদন করত) ভাই  
ছুঃশাসন, তুমি আমার নিমিত্তই পাণ্ডবদের  
সঙ্গে শক্রতা করেছিলে, কিন্তু আমি এমন

কৃতঘ্ন বে তোমাকে রক্ষাও করতে পারলেম না। সার্থিক কি হলো! তুমি কি করলে, দুঃশাসন বালক তাকে শত্রুহস্তে দিয়ে আমাদের জয়েই পালিয়েছ?

সার। মহারাজ আমি কি করবো? শত্রুদের অস্ত্রাঘাতে আপনি অচেতন্য হয়ে পড়লেন, বাণ প্রহারে রথ ভগ্ন হয়েগেল, স্ততরাং আমাকে এইকার্য্য করতে হয়েছে।

দুর্য্যো। তুমি অতি অন্যায় কর্ম্ম করেছ, আমি অচেতন্য হয়েছিলেম হয়েই ছিলেম, তা সেই দুঃশাসনের শত্রু—ভীমের গদাপ্রহারে কেন চৈতন্য পেলেম না, দুঃশাসনের রক্ত—শয্যায় হয় ভীম শয়ন করতো না হয় আমিই শয়ন করতেম, তার হানি কি ছিল?

সার। মহারাজ অমন কথা বলবেন না।

দুর্য্যো। (সবিষাদে) আর বলবো না—তুমিও যেমন? বন্ধুবান্ধব সকলি গেল, এখন আর আমার রাজ্যে প্রয়োজন কি, জয়ের প্রয়োজন কি, শরীরেই বা প্রয়োজন কি? আমার কি সর্ব্বনাশ হলো! আমার দুঃশাসন কোথা-গেল? হা দুঃশাসন! (মুচ্ছিত হইয়া ভূতলে পড়ন)

সার । এ কি হলো এ কি হলো ! (বস্ত্রদ্বারা ব্যজন)

(কিঞ্চিদন্তরে সুন্দরকের প্রবেশ)

সুন্দ । (উচ্চৈঃস্বরে) অগো মহাশয়েরা, আপ-  
নারা জানেন রাজা দুর্ঘোষন কোথায় ? কৈ  
কেউয়ে কথা কয় না, এদেরি জিজ্ঞাসা করে-  
দেখি—জিজ্ঞাসা করলে কি হবে ? এঁরা যুদ্ধে  
ক্ষতবিক্ষত হয়েছেন তারি চিকিৎসা হ্চ্যে ।  
এদিগে দেখি, দেখি অগো রাজা দুর্ঘোষন  
কোথা জানো ? এরা আবার আমাকে দেখে  
কাঁড়ে নাগ্নো ! বুঝি যুদ্ধে এদের কর্তা মরে  
থাক্বেন—ওরাও দেখ্‌চি তারি বিমর্ষ, তবে  
কাকে জিজ্ঞাসা করি । ঐ দিক্‌টে গিয়ে একবার  
দেখি । না ওদিকে কেবল হাহাকার, তবে  
কাকেই বা জিজ্ঞাসা করবো ? আ ! কি হলো,  
সকলই একেবারে গেল ! উঃ—বিধাতা কি  
করলেন ? রাজা দুর্ঘোষন একাদশ অক্ষৌহিনী  
সেনার অধিপতি, একশত ভ্রাতার জ্যেষ্ঠ,  
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ন রূপ ক্রতবর্মা অশ্বখামা ষাঁর  
সহায়, যিনি সপ্তদ্বীপ সমাগরা পৃথিবীর রাজা  
ভাঁর কি দুর্দশা—তিনি যে এখন কোথায়  
আছেন তা কেউ বলতে পারে না । (দীর্ঘ-

নিশ্চয় ) হাঁ না হবেই কেন বলো? বিছরের  
'কথা অবহেলা করাই বীজ, ভীষ্মের উপদেশ  
না শোনাই অক্ষুর, শকুনির উৎসাহ প্রদানই  
মূল, পাশাখেলাই বৃক্ষ, দ্রৌপদীর অপমানই  
পুষ্প, এখন সময় পেয়েই তারি এই সকল  
ফল ফল্‌লো ! ! ! ।

( দূরে নিরীক্ষণ করিয়া ) ঐদিকে কে গুরে  
আছে না ? ( কিঞ্চিং গিয়া দেখিয়া সবিষাদে )  
এ কি রাজা দুর্ঘোষনই যে ! আঃ ! পয়ঃকেন  
নিভ ঘর্নপর্য্যাক্তে যিনি শয়ন করে থাকেন, ধূল্য-  
বল্লুঠিত-শরীরে ভূতলে তিনিই শয়ন করে  
রয়েছেন, দেখলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। ( অগ্রে গিয়া )  
মহারাজের জয় হোক ।

দুর্ঘো । ( চেতন্য পাইয়া ) সারথি, এসময় কে  
আমার জয় ঘোষণা কসে ?

সার । মহারাজ যুদ্ধস্থলহতে সুন্দরক এসেছে ।

দুর্ঘো । ( উঠিয়া ) সুন্দরক, আমার কর্ণের কুশল ?

সুন্দ । হাঁ এখনো তিনি বেঁচে আছেন, তাঁর শরী-  
রেরই কুশল ।

দুর্ঘো । কেন অর্জুনের সহিত যুদ্ধে তাঁর কি সব  
গেছে ? ঘোড়া গেছে, সারথি গেছে, রথ ভগ্ন  
হয়েছে ? ।

স্বন্দ । আজ্ঞে না রথভগ্ন হয় নাই—মনোরথই ভগ্ন  
হয়েছে । তিনি ভারি মনস্তাপ পেয়েছেন ।

দুর্যো । কেন কেন কি হয়েছে, যুদ্ধের বৃত্তান্ত বি-  
শেষ বুল দেখি শুনি ।

স্বন্দ । আজ্ঞে বলি—যুবরাজ দুঃশাসনের তো বধ—  
দুর্যো । হাঁ ও কথা শোনা হয়েছে—তারপর ।

স্বন্দ । তারপর সেনাপতি কর্ণ অভ্যস্ত ক্রুদ্ধ হয়ে  
সেই দুরাক্ষা ভীমের প্রতি অনবরত বাণ বর্ষণ  
করতে লাগলেন ।

দুর্যো । তারপর ।

স্বন্দ । তারপর উভয়পক্ষের সৈন্য সেই খানেই গে  
মিললো, ধুনোতে একেবারে দিগআচ্ছন্ন হলো,  
সেই ধুনোর অন্ধকারের মধ্যে প্রলয় কালের  
মেঘগর্জনের ন্যায় এক একবার গভীর সিংহ-  
নাদ হতে নাগলো, অস্ত্রের প্রভাও বিদ্যুতের-  
ন্যায় প্রকাশ পেতে থাকলো ।

দুর্যো । অর্জুন তখন কোথায় ?

স্বন্দ । অর্জুন তখন রূপাচার্যের সঙ্গে যুদ্ধ করতে  
ছিল, এই সময় পাছে ভীম পরাস্ত হয় এই  
ভয়ে রক্ষা সেই অর্জুনের রথ সেখানে নে  
গিয়ে পাঞ্চজন্য শঙ্খ বাজালেন, সেশকে বিশ্ব-  
ব্রহ্মাণ্ড পরিপূর্ণ হলো ।

দুর্যো। হুঃ এই সকল নষ্টকরলে, পাণ্ডবদের ক্ষমতা কি, সবইতো উরি কৌশল। বেটা প্রতিজ্ঞাকরেছিল ভারতযুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবে না, ভীষ্মতো সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়েছেন। মন্দ। না, অস্ত্রতো ধরেন নাই, রথচক্র ধরেছিলেন বটে।

দুর্যো। হাঁ তাই হলো, ওর কত চক্র আছে কে বুঝতে পারে বলো।

মন্দ। তার পর বুধসেন দেখলে ভীম অর্জুন দুজনে পিতার সঙ্গে যুদ্ধ করতে নাগলো দেখে ক্রোধে বাণ বর্ষণে অর্জুনের রথ একেবারে আচ্ছন্ন করে সিংহনাদ করে উঠলো।

দুর্যো। আঁ বলোকি! আমাদের বুধসেন? তার পর তার পর।

মন্দ। অর্জুন বললে অরে বুধসেন তোর পিতা কর্ণও আমার যুদ্ধে তিষ্ঠিতে পারে না, তুই বালক কোথা আছিস্, তুই অন্য কোন বালকের সঙ্গে গে খেলা কর। এই কথা বললে বুধসেন আর কোনই উত্তর করলে না বাণবর্ষণে অর্জুনের শরীর ক্ষতবিক্ষত করতে লাগলো।

দুর্যো। (আচ্ছাদে) ভাল বুধসেন ভাল! তার পর তার পর।

হৃন্দ । তার পর অর্জুন বৃষসেনের বাণে ব্যর্থিত হয়ে ক্রোধে একটা আশ্চর্য্য রত্নপ্রভাযুক্ত শক্তি বৃষসেনের প্রতি নিক্ষেপ করলে, শক্তিটা আকাশে উঠে অগ্নির ন্যায় ফলতে লাগলো, অর্জুন অহংকার করে বললে ওরে দুর্ব্যোধন ওরে কর্ণ ওরে কৌবর সেনাপতি সকল, তোরা সকলে মিলে আমার অসমক্ষে আমার অভিমন্যুকে বিনাশ করেছিস্ এখন আমি তোদের সকলের সমক্ষে তোদের বৃষসেনকে সংহার করি ।

দুর্ব্যো । ওঃ ছুরাআ অর্জুনের কি গর্ব্ব ! তার পর ।  
হৃন্দ । অর্জুনের ঐ কথা শুনে কুরুসেনামধ্যে হাহাকার উঠলো, কর্ণের হাত থেকে ধনুর্বাণ পড়ে গেল, চক্ষু দিয়ে জল পড়তে লাগলো, মুখে আর কথা নাই, কর্ণ অমনি দাঁড়িয়ে রইলেন ।

দুর্ব্যো । ( স্তভয়ে ) অঁ ! তার পর কি হলো ।

হৃন্দ । মহারাজ বালকের ক্ষমতা দেখুন, বৃষসেন সিংহনাদ করে একবাণে অর্দ্ধপথেই সে শক্তি ছেদন করে ফেললে ।

দুর্ব্যো । ( আঙ্লাদে ) ভাল বৃষসেন ! না হবে কেন, কর্ণের পুত্র কি না ? তার পর ।

সুন্দ । মহারাজ রূষসেন যেকপ ভয়ানক যুদ্ধ করলে এমন যুদ্ধ দেখি নাই, দেখলে শরীর লোমাঞ্চিত হয়। কিন্তু অনেকক্ষণ যুদ্ধ করতে করতে কি হলো কিছুই টের পেনেন না, হঠাৎ পাণ্ডবদের সৈন্যমধ্যে কোলাহল উঠলো, কুরুসেনা পক্ষে হাহাকার পড়েগেল, মহারাজ বলতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, দেখলেম সারথি নাই ঘোড়া নাই রূষসেনের বক্ষঃস্থল বাণে বিদীর্ণ, রূষসেন ভূতলে পড়ে রয়েছে।

দুর্যো । ( সবিষাদে ) সুন্দরক আর কি বলবে ? বোঝা গেছে, আমার রূষসেন নাই বলনা, কেন সর্কনাশই হয়েছে। ( সরোদনে ) হা—রূষসেন, বাছা তুমি কোথা গেলে, তুমি অতি প্রিয়স্বদ ছিলে, আমার প্রতি তোমার অসাধারণ ভক্তি ছিল, তোমার বিরহে আমি কিকপে প্রাণধারণ করবো, কর্নই বা কিকপে বাঁচবে ? তুমি কর্নের বংশধর, তোমার সেই মনোহর মুখচন্দ্র, সেই কমনীয় নয়নঘুগল, আহা নববর্ষেবনে কিবা শোভাই হয়েছিল। কর্ন এখন তোমার সেই মৃত মুখ নিরীক্ষণ করে কি আর দেহধারণ করতে পারবে। হায় কি সর্কনাশই ঘটলো ! ( অত্যন্ত রোদন )।

সার। মহারাজ আর রোদন করবেন না, অদু  
সকলেই ঘটে।

দুর্যো। সারথি, আমার অদৃষ্টে কি এত দূরই  
ছিল।

সার। আর শোক করলে কি হবে মহারাজ।

দুর্যো। না আনার আর শোক কি? এইরূপ কত  
শত বন্ধুবান্ধব গেল, শোকও নাই দুঃখও  
নাই, হৃদয় পাষণ্ড হয়েছে। সুন্দরক, এখন সখা  
কর্ণ কি কচোন?

সুন্দ। তিনি পুত্র শোকে অত্যন্ত কাতর হয়ে যুদ্ধে  
প্রাণত্যাগ মানসে অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে  
উদ্যত হলেন, তা দেখে ভীম, নকুল, সহদেব  
সকলেই অর্জুনকে রক্ষা করতে এসে অর্জুনের  
রথ বেষ্টিন করে রয়েছে। শল্য কর্ণকে, নান্না  
প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা করলেন, কিন্তু কর্ণ  
অত্যন্ত শোকাক্ত, তিনি আমাকে ডেকে নিজ  
শরীরের রক্তদ্বারা এই পত্রখানি লিখে মহা-  
রাজের নিকটে পাঠিয়ে দিলেন পত্র দেখুন  
আপনি। (পত্র প্রদান)।

দুর্যো। সারথি পত্র পাঠ করো তো শুনি—সখা কর্ণ  
কি লিখেছেন?

সার। যে আজ্ঞা (পত্র পাঠ) শুনুন মহারাজ।

“মহারাজাধিরাজ দুর্ঘোষনের জয় হউক, আমি কর্ন, মানসে ভবদীয় কণ্ঠ আলিঙ্গন পূর্বক যুদ্ধস্থল হইতে নিবেদন করিতেছি, মহারাজ আপনি সর্বদা বলিতেন সখা কর্ন, তুমি বীর চুড়ামণি, তোমার তুল্য বীর ত্রিভুবনে নাই, তুমি আমার একশত জাতা অপেক্ষা প্রিয়, তোমার সাহায্যই আমি পাওব জয় করবো।”

এই সকল কথা আপনি সর্বদাই বলিতেন কিন্তু আমি কি কর্লেম ? দুঃশাসনের শত্রু যে ভীম তাকেও বিনাশ করতে পার্লেম না ! এক্ষণে আপনি বাহুবল প্রকাশ করে অথবা রোদন করে দুঃখ নিবৃত্তি করুন আমি বিদায় হলেম” ।

দুর্ঘোষা । [ সবিষাদে ) সারথি, কর্ন কি এই লিখেছেন । [ উর্দ্ধদিগে চাহিয়া ] সখা কর্ন, আমি একে রুষসেনের শোকে দক্ষ হচি আবার আমাকে বাক্যবাণে কেন বিদ্ধ কর ভাই ? সুন্দরক, সখা এখন পত্র পাঠিয়ে কি কচোন ।

সুন্দ । তিনি আপনার মরণ ইচ্ছা করে শরীরের কবচ পরিত্যাগ পূর্বক যুদ্ধ প্রার্থনা কচোন ।

দুর্ঘোষা । তুমি সত্বর যাও, গিয়ে তাঁকে বলো, মরণই শ্রেয়ঃ এটা আমারো মত, কিন্তু এখন নয়, আগে পৃথিবীকে পাণ্ডবশূন্য করি, করে

সুখীই হই বা দুঃখীই হই—শত্রুদের পরিবারের সঙ্গে কিছু দিন রোদন করতে হবে । তার পর দুই সখাতে একত্রে প্রাণত্যাগ করবো, এখন এই ভাবনা করাই উচিত যে দুঃশাসন যেন আমার ভাই নয় বুধসেনও যেন তোমার পুত্র নয় । হৃন্দরক শীঘ্র যাও ।

হৃন্দ । যে আজ্ঞে ( প্রস্থান ) ।

দুর্যো । সারথি, রথের শক্ক হচ্ছিল হঠাৎ নিবৃত্ত হলো কেন দেখ তো ? ।

সার । মহারাজ আপনার পিতা মাতা আসছেন ।

দুর্যো । ( উৎকণ্ঠিতভাবে ) কি সর্বনাশ ! আমি কি করে এখন তাঁদের কাছে মুখ দেখাবো ?—  
সারথি, তুমি গিয়ে বল দুর্যোধন এখানে নাই ।

সার । সেকি মহারাজ ? একশত পুত্রের মধ্যে কেবল আপনিই আছেন, আপনি যদি দেখা না করেন তাঁরা যে অত্যন্ত দুঃখ পাবেন, সেটা কি উচিত ? তাঁদের আর কে আছে বলুন দেখি ।

দুর্যো । সে সত্য, কিন্তু আমি এখন কি করে দেখা করি, দুঃশাসনের সঙ্গে তাঁদের কাছে বিদায় লয়ে এসেছিলাম অদৃষ্টাধীন দুঃশাসনকে হারিয়েছি, এখন একা তাঁদের নিকটে

কি করে মুখ দেখাবো কিইবা বলবো ।

সার । কি করবেন মহারাজ, প্রবোধ প্রদান করুন,  
ছোটো কথা বলুন, বলে সান্ত্বনা করুন; আর কি  
করবেন । [ পথ নিরীক্ষণ ] ।

(কিঞ্চিদূরে ধৃতরাষ্ট্র; গান্ধারী ও সঞ্জয়ের প্রবেশ)  
ধৃত । সঞ্জয় আমার দুর্ঘ্যোধন কি বেঁচে আছে,  
কোথা আছে ? ।

গান্ধা । হাঁ সঞ্জয় কোন্ বৃক্ষের তলাতে আমার  
দুর্ঘ্যোধন আছে—সেখানে আমাদের নিয়ে  
যাও ।

সঞ্জয় । আহ্ন আপনারা; ঐ যে মহারাজ দুর্ঘ্যো-  
ধন বটবৃক্ষের তলায় একাকী বলে আছেন ।

গান্ধা । ( সরোদন ) বাছা আমার দুর্ঘ্যোধন  
একাকী আছে বললে কেন, আর তার একশ  
ভাই কোথায় ? ।

সঞ্জয় । ( অগ্রে গিয়া ) মহারাজের জয় হউক,  
মহারাজ আপনার পিতা মাতা এসেছেন ।

ধৃত । কৈ আমার দুর্ঘ্যোধন কোথা, এস বাপু  
কোলে এস ।

গান্ধা । কেন বাছা, কিছু বলচনা যে ? যুদ্ধে কি  
শরীরে বড় ব্যথা হয়েছে । ( গাত্রে হস্ত  
প্রদান ) :

ধৃত। কেন বাপু কথা কও না? তোমার এমন ব্যবহার তো কখনই দেখি নাই।

গান্ধা। (সব্বোধনে) বাছা তুমি যদি আমাদের সঙ্গে কথা না কও তবে আর কে কথা কবে, আমাদের আর কে আছে? আর দুঃশাসন নাই দুর্ন্যমণও নাই।

দুর্যো। (লজ্জিতভাবে) আমি এই নির্মল কুরুকুলের কুমন্তান, আপনারা আমাকে কি পুত্র বলেন? আমি হতেই তো আপনাদের সব গেল, আপনাদিগের যে অনবরত চক্ষুর জল পড়্চে তার কারণই তো আমি।

গান্ধা। আর কোড় করলে কি হবে, বাছা তুমি আমাদের অন্ধের যষ্টি, তুমি আমার বেঁচে থাক।

দুর্যো। না না, এ তোমার অসঙ্গত কথা, আমি হতেই তোমার এক শত সন্তান গেল আমাকে এখনো বাঁচতে বল্চো।

সঞ্জয়। সে কি মহারাজ, এমন কথা বলবেন না।

দুর্যো। আর বলবেন না? তুমিও যেমন সঞ্জয়, আমি একা বেঁচে থেকে কি হবে।

ধৃত। (উভয় হস্তে দুর্যোধনের শরীর অবনমণ করত) বাপু দুর্যোধন দুটো কথা বলে আমা-

কে আশ্বাস দেও, তোমার দুঃখিনী জননীকে,  
আশ্বাস দেও।

দুর্ঘো। এখন আপনাদের আর কি আশ্বাস? তবে  
কিনা যেমন আপনারা পুত্রশোক কাতর  
হয়েছেন কুস্তীও সেইরূপ হউক এই আশ্বাস।  
গান্ধা। তবু আমার অদৃষ্ট ভাল বাছা তুমি  
আমার বেঁচে আছ, তা যা হবার হয়েছে, আর  
যুদ্ধ করো না, আমি হাতযোড় করি, আমাকে  
ক্ষমা কর, বাবা, আমার কথা রাখ।

ধৃত। হাঁ বাপু তোমার মায়ের কথা শোন। দেখ  
আর কেউ নাই। বাপু তুমিই বিবেচনা কর  
দেখি ভীষ্ম কত বড় বীর ছিলেন? অর্জুন সে  
ভীষ্মকেও জয় করেছে, পৃথিবী শুদ্ধ সকলেই  
এখন অর্জুনকে কালান্তক বোধ কচে,  
তোমাকে বধ করাই তাদের শেষ প্রতিজ্ঞা,  
তা বাপু আর অভিমান করো না, আমাদের  
কথা রাখ—আর যুদ্ধে যেনো না।

দুর্ঘো। আপনারা যুদ্ধ করতে নিষেধ কচোন তা  
এখন যুদ্ধ না করে কি করি?

গান্ধা। তোমার খুড়ো বিদুর যা বলেন তাই  
এখনো শোন।

মঞ্জ। হাঁ মহারাজ তাই শোনা উচিত।

দুর্ঘো। সঞ্জয়, আরো উপদেশ শুনতে হবে হাঁ?

সঞ্জয়। অমন কথা মহারাজ বলবেন না, যত দীন  
বাঁচতে হয় ততদিনই বিজ্ঞ লোকের উপদেশ  
শুনতে হয় ।

দুর্ঘো। ( ঈষৎ ক্রোধে ) আচ্ছা সঞ্জয় তুমি ও তো  
বিজ্ঞ, বল দেখি কি উপদেশ বলবে ।

ধৃত। ও কি বাপু, সঞ্জয়ের উচিত কথাতে রাগ  
করো? তা যদি শোনো আচ্ছা আমিই  
বলছি শোন দেখি ।

দুর্ঘো। বলুন কি বলবেন ।

ধৃত। অধিক কথায় প্রয়োজন নাই, তুমি আর যুদ্ধ  
করো না। যুদ্ধিষ্ঠির যা চেয়ে ছিল তাই দে  
এখনো সন্ধি করো ।

গান্ধা। হাঁ বাছা তাই কর ।

দুর্ঘো। মা আমার পুত্রশোকে ব্যাকুল হয়েছেন  
বিশেষত জ্ঞীলোক হিতাহিত বোধ কি?  
সঞ্জয়তো মুখ, তা পিতা আপনারও এমন বুদ্ধি  
হলো? যখন আমার সকল ছিল, কৃষ্ণ এসে  
সুদ্ধির প্রস্তাব করলেন, তখন আমি অস্বীকার  
করলেম, এখন আমার একশ ভাই গেছে,  
পিতামহ গেছেন, দ্রোণাচার্য্য গেছেন, অন্যান্য  
যজ্ঞবান্ধব সব গেছে, কেউ নাই, এখন আমি

রাজা দুর্ব্যোধন, অপমান স্বীকার করে একটা মাংস পিণ্ড শরীর, এর নিমিত্ত পাণ্ডবদিগের সঙ্গে সন্ধি করবো, এ শরীর রেখে ফল কি? ওহে মঞ্জয় তুমি তো নীতিজ্ঞ তা বল দেখি রাজারা দুর্বল শত্রুর সঙ্গে কি সন্ধি করে? আমি এখন দুর্বল হয়েছি আমার কেউ নাই, পাণ্ডবেরা সকলেই জাজ্বল্যমান আছে, তারা এখন সন্ধি করবে কেন?।

ধৃত। হাঁ তা বটে কিন্তু যুধিষ্ঠির আমি বললে সন্ধি করতে পারে, সে এখনো আমার অবাধ্য হবে না। আর সন্ধি করা তার সম্পূর্ণ মত, যুদ্ধে তার বড় ইচ্ছা নাই।

দুর্ব্যো। কেন নাই।

ধৃত। যুধিষ্ঠিরের প্রতিজ্ঞা আছে, একটা ভাই মলে সে প্রাণ রাখবে না, তা যদি যুদ্ধে কারো অমঙ্গল হয় তবেই তো বিভ্রাট, এই নিমিত্ত সন্ধি করতে সে একান্ত ব্যাগ্র।

গান্ধা। হাঁ সে কথা সত্য।

মঞ্জয়। তা বটেই তো।

দুর্ব্যো। তা দেখুন দেখি পিতা, যুধিষ্ঠির এইটা ভাই মলেই প্রাণত্যাগ করবে প্রতিজ্ঞা করেছে, আর আমার একশ ভাই মরেছে, আমি

বাঁচতে চেষ্টা করবো ? ।

গান্ধা । তা কি করবে বাছা ।

দুর্য্যো । কেন কি করবো কেন ? যে ভীম দুঃশাসনের রক্ত খেয়েছে তাকে সংহার করবোনা ?

গান্ধা । ( সরোদনে ) হা বাছা দুঃশাসন ! হা ভ্রূক্ষ্মর্ষণ ! হা বিকর্ণ ! তোরা সকলে কোথা গেলি ? হায় আনিতো একশ পুত্র প্রসব করি নাই একশটি শোকই কি প্রসব করেছি !!!

( সকলের রোদন )

সঞ্জ । এ কি, আপনারা মহারাজাকে প্রবোধ দিতে এসে সকলেই শোকে অভিভূত হলেন ।

ধৃত । বাপু দুর্য্যোধন, আমাদের আর কেউ নাই, তুমি এখনো অভিমান পরিত্যাগ কর ।

দুর্য্যো । পিতা অধিক কথা বলা বাহুল্য, সগর রাজার দশাই আমার ঘটেছে, সগর রাজার সম্ভানেরা কি পর্য্যন্ত পরাক্রান্ত ছিল বজ্রু দেখি ? কিন্তু পরিণামে সকলই গেল, আপনারও তাই হয়েছে । তা সে যা হউক, আমাকে যুদ্ধে যেতে অনুমতি দিতে হবে, অনুমতি দিন, তা নইলে কৃত্রিয় ধর্ম্ম থাকে না ।

( নেপথ্যে মহাশঙ্ক )

গান্ধা । সঞ্জয় যুদ্ধস্থানে এমন শব্দ হচে কেন ?

সঞ্জয় । যুদ্ধে কত প্রকার শব্দ হয়ে থাকে ।

গান্ধা । না বাছা, এ অতি ভয়ানক হাহাকার শব্দ, বিশেষ কিছু ঘটে থাকবে ।

দুর্যো । আপনারা আমাকে এই সময় যুদ্ধের অনুমতি দিন, আমার কপাল অতি মন্দ, আবার কে কোন অমঙ্গল সম্বাদ এনে দিবে ।

গান্ধা । বাছা আর একটু থাক ।

ধৃত । বাপু নিতান্তই যদি তুমি শত্রুবধে উদ্যত হয়ে থাকো, তা একটা কথা বলি—ভাল গোপনে শত্রুদের কোন অনিষ্ট চেষ্টা করলে হয় না ।

দুর্যো । হাঁ গোপনে ! তারা সমক্ষে সকল সংহার কচো আমি গোপনে আবার কি করবো ।

গান্ধা । বাছা তুমি একা আর কেউ নাই, কি করে যুদ্ধ করবে ।

দুর্যো । মা আমি একা বটে কিন্তু বিধাতা যদি এখনো অনুকূল হন—কণকাল মধ্যে পৃথিবীকে পাণ্ডবশূন্য করতে পারি ।

( সারথির প্রবেশ )

সারথি । ( সবিষাদে ) হায় মহারাজ কি সর্বনাশ হলো ।

দুর্যো। কি হয়েছে কি হয়েছে ?

সারথি। আর কি হয়েছে। ( সরোদনে ) মহাবীর  
কর্ণ আজ রণশায়ী হলেন !।

দুর্যো। ( স্ববিধাদে ) কি বললে, সখা কর্ণ নাই ?  
( ভূতলে পতন ও সকলের শুশ্রূষা )

ধৃত। হায় সকলই গেল ! ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ আমার  
একশত পুত্র কেহই রৈল না। হায় বিধাতা  
তোমর মনে এই ছিল ! বাপু দুর্যোধন ওঠ ওঠ।

গান্ধা। বাছা ওঠ আর কি করবে।

দুর্যো। ( উঠিয়া ) সখা কর্ণ, তুমি কি আমাকে  
পরিভ্যাগ করলে, কেন ভাই? আমি তোমার  
কি অপরাধ করেছি, বুঝসেনই কি তোমার  
এত প্রিয় ছিল তারি সঙ্গে গেলে। ( অত্যন্ত  
রোদন ) আমার অদৃষ্টে কি হলো? আমার  
প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় যে কর্ণ সেও গেল এখনো  
আমি বেঁচে আছি কি লজ্জা !

ধৃত। বাপু আর শোক করো না।

দুর্যো। কৈ পিতা আমি শোক করি? আমার  
শোক নাই দুঃখও নাই, আমার সকল গেল  
তাতে শোক কি? চিরকাল কিছু সকলের  
সকল থাকে না। তবে কি জ্ঞানেন শত্রুতে  
মারলে এই ক্ষোভ ( সরোদনে ) আমি সে

শত্রুর কিছু করতে পাচিনে এই আক্ষেপ ।

গান্ধা । আর কেঁদো না ।

ধৃত । আর রোদন করো না ।

সঞ্জয় । মহারাজ শান্ত হোন, রোদন করলে কি হবে ।

দুর্যো ! আপনারা বলেন কি ? আমার সখা কর্ণ আমার নিমিত্ত প্রাণ পর্যন্ত পরিত্যাগ করলে কেউ নিবারণ করলে না আর আমি তার নিমিত্ত একটু রোদন করবো তাও আপনারা নিবারণ করেন ? সারথি, এ কৰ্ম্ম কার, কে আমার কর্ণকে বধ করেছে ?

সার । আজ্ঞে অর্জুনই তাঁকে মেরেছে ।

দুর্যো । অর্জুন মেরেছে বটে । আচ্ছা, কর্ণের মুখচন্দ্র মনে হওয়াতে শোকসাগর বৃদ্ধি পেয়েছিল এখন ক্রোধময় বাড়বানল এসে সেই শোকসাগর শোষণ করে ফেললে, পিতা-মাতা আমাকে অনুমতি করুন আমি যুদ্ধে যাই, কর্ণের শত্রু অর্জুনকে আর দুঃশাসনের শত্রু ভীমকে সংহার করে আসি ।

ধৃত । এমনি ইচ্ছা হয় বটে, কিন্তু সেই দুর্দান্ত ভীমকে মনে হলে তোমাকে যুদ্ধে যেতে দিতে ইচ্ছা হয় না ।

গাঙ্গা। যে আমার একশ সন্তান খেয়েছে সেই  
সর্ব্বনেশে ভীমের সঙ্গে আবার তুমি যুদ্ধ  
করতে যাবে? কখনো যেয়োনা।

দুর্য্যো। না, মা বারণ করবেন না।

ধৃত। তা যদি নিতান্তই যুদ্ধে যাও কাকেও সেনা-  
পতি করলে হয় না?

দুর্য্যো। করা গেছে।

ধৃত। কাকে সেনাপতি করলে শল্যকে না অশ্ব-  
খামাকে?

দুর্য্যো। আর শল্যতেও প্রয়োজন নাই, অশ্ব-  
খামাতেও প্রয়োজন নাই। আমি চক্ৰুর্জলে  
এবার আত্মাকেই সেনাপতিপদে অভিষিক্ত  
করেছি, এ সেনাপতি হয় ভীমার্জুনকে বিনাশ  
করবে না হয় আত্মাকে বিসর্জন দিবে।

(নেপথ্যে)

অহে সৈন্যগণ, রাজা দুর্য্যোধন কোথায়  
জানো? তোমাদের ভয় কি, তোমরা পালাও  
কেন—বলোনা।

সার। এই দুজনে এসে আপনাকে তত্ত্ব কচো।

দুর্য্যো। দুজন কে কে।

সার। ভীম আর অর্জুন।

গাঙ্গা। (সভয়ে) কি হবে এখন?

দুর্ঘো। আমুক এইগদা আছে।

গান্ধা। ( সরোদনে ) আমি অভাগিনী আমার  
ভাগ্যে আবার কি ঘটে।

দুর্ঘো। মা ভয় কি, সঞ্জয় তুমি এঁদিগের শিবিরে  
নিয়ে যাও, আমি শোক শাস্তি করবার লোক  
পেয়েছি। ( গদাগ্রহণ )

ধৃত। বাপু কখনকাল বিলম্ব করো দেখি—ওরা কি  
ভাবে আস্চে।

[ নিরস্ত্রভাবে ভীমার্জুনের প্রবেশ ]

ভীম। ওহে দুর্ঘোধানের অমুগত লোক সকল,  
যে দুর্ঘোধান পাশাখেলার পাণ্ডব দিগকে  
বধনা করেছিল, যে দুর্ঘোধান বিষপ্রদান জতু-  
গৃহে বাস প্রদান করেছিল, যে দুর্ঘোধান দ্রৌপ-  
দীর কেশাকর্ষণ বস্ত্রাকর্ষণ করেছিল, পাণ্ডবেরা  
যে দুর্ঘোধানের দাস, যে দুর্ঘোধান দুঃশাসন  
প্রভৃতি একশত ভ্রাতার জ্যেষ্ঠ, অঙ্গদেশাধি-  
পতি বীর চূড়ামণি কর্ণ যে দুর্ঘোধানের সখা,  
আমরা ক্রোধকরে আসিনাই সেই দুর্ঘোধানের  
সঙ্গে একবার দেখা করতে এলেম, তোমরা  
বলো সে কোথায়।

ধৃত। সঞ্জয়, এ যে বড় আশ্চর্যান কচ্যে।

সঞ্জ । আজ্ঞে—কাষে করেছে এখন কথায় বল্চে ।  
 ছুর্যো । সারথি বলোগে ছুর্যোধন এখানেই আছে ।  
 সার । যে আত্মা । ( অগ্রে গিয়া ) অগো রাজা  
 ছুর্যোধন এখানেই আছেন, পিতা মাতার  
 সঙ্গে কথা কচোন ।

অর্জুন । ( সান্নয়নে ) মেজ্‌দাদা, কমা করুন, আর  
 গিয়ে কাষ নাই, তাঁরা একে পুত্রশোকে কাতর  
 গেলেই উৎকণ্ঠিত হবেন, প্রয়োজন কি চলুন  
 আমরা শিবিরে যাই ।

ভীম । ওরে মুখ, তাঁরা গুরুলোক, আসাগেছে-  
 ত প্রণাম করে যাব না ? ( অগ্রে গিয়া ) ওহে  
 সঞ্জয়, জেঠামহাশয়কে জেঠাইকে আমাদের  
 প্রণাম জানাও, অথবা থাক আমরাই যাচি ।  
 ( আগমন করত অর্জুনের প্রতি ) ও হে ভাই  
 আগে নাম করে যে কন্ম করে এনেছ তা বলে  
 পরে গুরুলোককে প্রণাম করা উচিত ।

অর্জুন । জেঠামোশাই জেঠাইমা, আপনাদের  
 ছুর্যোধন যে কর্ণের সাহায্যে পাণ্ডব জয়  
 করবে মনে করেছিল, যে কর্ণ অহঙ্কারে পৃথি-  
 বীকে তৃণ তুল্য বোধ করিত, সেই কর্ণকে  
 আমি সংহার করে এনেম, আমি অর্জুন  
 প্রণাম করি । ( প্রণিপাত )

ভীম। হাঁ বেশ বলেছ আমিও বলি, জেঠামোশাই যে ভীম কুরুকুল নিশ্চূন করেছে, ছুঃশাসনের রক্ত পান করেছে, এরপর ছুর্যোধানকেও নিধন করবে, সেই ভীম আপনাদিগকে প্রণাম কচ্যে। (প্রণিপাত)

ধৃত। (সক্রোধে) ওরে ছুরাঙ্গা, এখানে আমাকে আবার ক্লেশ দিতে এলি, যুদ্ধে জয় লাভ করা এতো ক্ষত্রিয়ের ধর্মই, তার একটা গর্ব কি?

ভীম। জেঠামোশাই ক্রোধ করেন কেন? মভা মধো যারা সেই পাপকর্ম করেছিল তাদের প্রতিফল দিছি তাই আপনাকে বলতে এসেছি। বাহুবল জানাতেও আসি নাই, অহঙ্কার প্রকাশ করতেও আসি নাই। আপনার কি সে দিন স্মরণ নাই?

ছুর্যো। অরে ছুরাঙ্গা, তোরা যে গর্হিত কর্ম করে ছিস্ এঁরা বৃদ্ধ, এঁদের কাছে এসে তার আবার শ্লাঘা করিস্? তোরাও আমার দাস, পাশাখেলার জিতেছি, আর দ্রৌপদী আমার দ্যুতদাসী, তার কেশাকর্ষণ করেইছিত বটে, তা আমি করেছি আমাকেই মারবি ভীম দ্রোণ কর্ন এঁরা কি করেছিলেন যে, এঁদের বিনাশ করলি। করে ছিস্ করেই

হিস্ আমাকেত এখনো জয় করতে পারিস্  
নি—এখনি এত গর্ব! অরে ছুরায়া, আর  
তোদের এখনি যমের বাড়ি পাঠাই।

( মন্দিরে উদ্যত, দুর্ঘোষনকে ধৃতরাষ্ট্র  
ধরিয়া বসাইলেন। ভীমের ক্রোধ )

অর্জুন। মেজ্ দাদা ক্রোধে প্রয়োজন কি, আমরা  
কাষে করেছি ও মুখে দুটো দুর্কাক্য বলবে  
বৈত নয়—বলুক্ না।

ভীম। কেন ওর কথা সহ্য করবো, ( দুর্ঘোষনের  
প্রতি ) অরে কুলাঙ্গার, তোকে এখনি দুঃশা-  
সনের পথে পাঠাতেম, এখানে এঁরা রয়েছে  
তাই বেঁচে গেলি।

দুর্ঘো। অরে পাপায়া পাণ্ডবাম, জানিস্ নে এই  
গদা প্রহারে আমি তোকে সংহার করবোই  
করবো।

ভীম। হাঁ তা করবি বৈ কি, পারিস্ আর না  
পারিস্—কে কাকে সংহার করে দেখিস্।  
তোর আমলকাল উপস্থিত হয়েছে তা আজ  
ক্ষক কালি তোকে বিনাশ করে তোর রক্তে  
আপনার শরীর ভূষা করবো।

নেপথ্যে।

• অগো ভীম অগো অর্জুন, মহারাজ যুধিষ্ঠির

আজ্ঞা করলেন যুদ্ধে বন্ধু বান্ধব কে কে মরেছে,  
অন্বেষণ করে তাদের দাহাদি কর, বেলা  
নাই সৈন্য সকল ফিরাইয়ে শিবিরে এস ।

উভয়ে । যে আজ্ঞা । ( প্রস্থান )

নেপথ্যে ।

অরে অর্জুন, বড়যে যোদ্ধা তুই, এখন পালাম্  
কোথা? এত দিন আমি কর্ণের উপর রাগ  
করে অস্ত্র ধারণ করি নাই তাই বীর নাই বলে  
যুদ্ধে বশোলাভ করেছিলি, জানিসনে আমি  
অশ্বখামা—আমি পাণ্ডব কুলের দাবানল,  
আমার পিতার অপমান হয়েছে—আমি কি  
তোদের ছাড়বো?

ধৃত । ( শুনিয়া আক্লাদে ) হুর্যোধন, অশ্বখামা  
আসচে, ও সামান্য ব্যক্তি নয়, ওর পিতা  
অপেক্ষাও ওর ক্ষমতা অধিক, তুমি ওকে  
একটু সম্মান কর ।

হুর্যো । ওকে প্রয়োজন কি? ।

ধৃত । না বাপু, বোধ না, ও বড় বীর, ও হতে অনেক  
সাহায্য পাবে ।

[ অশ্বখামার প্রবেশ ]

অশ্ব । মহারাজের জয় হোক ।

দুর্ঘো। এসো।

অশ্ব। মহারাজ, আর আপনার উদ্বেগ নাই।

কর্ণ আপনার কত প্রিয়কথা করে ছিল—তার পর ছাত্র ক্রমতা ত দেখলেন? এখন আমি অস্ত্র ধারণ করলেম সকল সংহার করিগে অনুমতি করুন।

দুর্ঘো। (অসহ্য হইয়া) আচার্য্যপুত্র, বলি কর্ন রণশায়ী হয়েহে এখন তুমি অস্ত্রধারণ কর বে? তা কেন ভাই—আমিও মরি তার পর অস্ত্র-ধারণ করো, কর্নেতে আর দুর্ঘোধনেতে বিশেষ কি?

অশ্ব। (সক্রোধে) কি? এখনো কর্নের প্রতি এত অনুরাগ আমার প্রতি অশ্রদ্ধা! আচ্ছা মহারাজ। (প্রস্থান)

ধৃত। (সবিষাদে) বাপু এ কি হলো, কি করলে! এমন সময় এমন লোককে চটিয়ে দিলে?

দুর্ঘো। কেন আমি ওকে কি বললেম, মিথ্যাই বা কি, কর্ন আমার সখা প্রাণাধিক প্রিয়, আমার সমক্ষে ও সেই কর্নের মরণ প্রার্থনা করেছে, অর্জুনেতে—আর ওতে বিশেষ কি? ওও শত্রু, অর্জুনও শত্রু।

ধৃত। যা ইচ্ছে করো, তোমার দোষ নাই, আমার

অদৃষ্টেরই দোষ। এখন কি করা যায়। (সঞ্জয়ের প্রতি) সঞ্জয় তুমি যাওতো অশ্বখামাকে বলো গে “ অশ্বখামা তোমার কি মনে নাই, তুমি দুর্ঘোষনের সঙ্গে একত্র গান্ধারীর স্তনপান করেছিলে, আমি তোমাকে কোলে করে মানুষ করেছি, তা দুর্ঘোষন এখন একশ ভায়ের শোকে ব্যাকুল হয়ে যদি তোমাকে বাৎসল্যভাবে কিছু বলে থাকে তাতে তোমার রাগ করা উচিত নয়, যুধিষ্ঠিরের মিথ্যা কথায় তোমার বাপ অস্ত্রত্যাগ করে অপমানিত হয়েছেন, এটা ভেবে আপনার ক্রমতাও মনে করে যা উচিত তাই কোরো।

সঞ্জ। যেআজ্ঞা (প্রস্থান)

দুর্ঘোষ। আমি যুদ্ধে চল্লেম, আর বিলম্ব করতে পারি নে।

ধৃত। গান্ধারি, তবে চল আমরা আর এখানে কি করি সারথির সঙ্গে শল্যের শিবিরে যাই।

(সকলের প্রস্থান)

## পঞ্চম অঙ্ক ।

যুদ্ধ শিবির ।

[ যুদ্ধিষ্ঠির দ্রৌপদী—চেঁটা ও কঙ্কূকীর প্রবেশ ]

যুদ্ধি । (দীর্ঘনিশ্বাস পূর্বক স্বগত) এ কি হলো অঁ !  
অপার ভীষ্মমাগরও পার হওয়া গেলো,  
প্রবল দ্রোণানলও নির্ঝাঁগ হলো, কর্ণ কাল-  
মর্পও শমতা পেলে, শল্যকেও সংহার কর-  
লেম, প্রায় জয়ইত হয়েছে—তা ভীম হঠাৎ  
এমন প্রতিজ্ঞাটা করলেন কেন ? এই প্রতি-  
জ্ঞাতেই যে সকল যায় দেখছি । (চিন্তা করিয়া  
কঙ্কূকীর প্রতি) অহে যাওত, শীঘ্র সহদেবকে  
বল গিয়ে, আজ্জেকের সূর্যাস্তের মধ্যে  
যদি দুর্যোধনকে বধ না করতে পারি তবে  
আপনিই মরবো, ভীম এই প্রতিজ্ঞা করেছেন,  
তাই শুনে দুর্যোধন পালিয়েছে, তার অহ-  
মজ্জানে লোক নিযুক্ত করতে বলোবে, যে ধরে-

## বেণীসংহার

দিতে পারবে পারিতোষিক দিব ঘোষণা  
দেওগে, চরসকল গোপনভাবে জল স্থল পর্বত  
শুভা বনভূমি সর্বত্র তত্ত্বকরুক্ ।

ককু । যে আজ্ঞে ।

যুধি । আরো বলো—যেস্থানে পশুপক্ষ্যাদির শব্দ ।  
যেস্থানে দুই ব্যক্তি সঙ্কিতভাবে কথাবার্তা  
কচ্যে, যেস্থানে রাজার পায়ের চিহ্ন পড়েছে  
এইসকল স্থান বিশেষ করে অনুসন্ধান যেন  
করা হয় ।

ককু । যে আজ্ঞে । ( কিঞ্চিৎগিয়া ) মহারাজ  
পাঞ্চালক এসেছে ।

যুধি । পাঠিয়েদেও ।

ককু । এই যে এসেছে । আমি চল্লেম । (প্রস্থান)

( পাঞ্চালকের প্রবেশ )

পাঞ্চা । মহারাজের জয় হোক ।

যুধি । কেমন হে কোন সন্ধান পেলে কি ?

পাঞ্চা । আজ্ঞে সে ছুরাশ্বাকে ধরাগেছে ।

যুধি । ( আশ্চর্যে ) দেখতে পেয়েছ ?

পাঞ্চা । যুদ্ধের কথা জিজ্ঞাসা করুন ।

ক্রৌপ । (সভয়ে) যুদ্ধ হচ্যে ?

পাঞ্চা । আজ্ঞে ।

যুধি। প্রিয়ে ভয় কি, ভীমের পরাক্রমত জানো ?  
এখনি শত্রু ক্ষয় হবে তার ভাবনা কি ? পাঞ্চা-  
লক বলতো বাপু, কিরূপে কোথায় তাকে  
পাওয়া গেল।

পাঞ্চা। শুনুন তবে। আপনিতো শল্যকে বধ  
করলেন, তারপর সহদেব কর্ণের বংশ ধ্বংস  
করতে গেলেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন আমাদের সেনা রক্ষা  
করতে লাগলেন, রূপ ক্রুতবর্মা অশ্বখামা  
সকলেই পালালো, এরিমধ্যে ভীমের প্রতিজ্ঞা  
শুনেন দুর্যোধন যে কোথা পলায়ন করেছে  
তা আমরা কিছুই জানতে পারলেম না।

যুধি। তার পর।

দ্রৌপ। তার পর তার পর।

পাঞ্চা। তার পর কৃষ্ণ, ভীম, অর্জুন, তিন জনে  
একরূপে আরোহণ করে সমস্তপঞ্চক প্রভৃতি  
অনেকস্থান পর্য্যটন করলেন, কোথাও তাকে  
পাওয়া গেল না, আমরা ভারি ভাবিত হলেম।  
বলি হা অদৃষ্ট ভগবান্ কি করলেন ! ভীম  
ক্ষণে ক্ষণে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করতে  
লাগলেন। এমন সময় একজন গ্রাম্যলোক  
উর্দ্ধশ্বাসে এসে বললে “মহাশয় ঐ বৃহৎ  
'নরোবরের জলে দুজনে উলেছে দুজনেরই

পায়ের চিহ্ন পড়েছে কিন্তু একজন বৈ উঠে যায় নাই উঠে যাবার পায়ের চিহ্ন একজনের বৈ দেখাযাচে না । এইকথা শুনে আমরা শীঘ্র গে দেখ্‌লেম তাই ষথার্থ, কৃষ্ণ বল্‌লেন হতেপারে, দুর্ঘ্যোধন জলপ্তস্ত বিদ্যা জানে, ঐ জলমধ্যেই লুকিয়ে আছে সন্দেহ নাই । ভীম একথা শুনে জলে লক্ষ দিয়ে পড়্‌লেন, পড়ে বল্‌লেন ওরে দুর্ঘ্যোধন তুই না বড় অভিমানী, তোর অভিমান এখন কোথায়, আমি ভীম তোর দুঃশাসনের রক্ত খেলেম কৈ আমাকে মার'বি প্রতিজ্ঞা করেছিলি মার'লিনে ? তুই চন্দ্রবংশে জন্মেছিলি এখনো গদা হাতে রেখেছিলি তবে আমার ভয়ে কোথা লুকিয়ে রৈলি, এই তোর মান, ওরে পশু, তুই গলায় দড়ি দে মর, তুই মৃত্যুভয়ে পালাস, তুই আমাদের কত্রিয় কুলের কঙ্কলস্বরূপ, এইরূপ তিরস্কার করলে সেই দুঃরাজ্য আর লুকিয়ে থাকতে পারলে না সিংহনাদ করে সরোবরের জল আলোড়িত করতে লাগলো ।

যুধি । তবু উঠলো না ? ।

পাঞ্চা । হাঁ উঠলো বৈকি, সমুদ্রহতে যেমন কালকূট উঠেছিল সেইরূপ গদাহস্তে জলধেকে উঠলো ।

যুধি । ভাল ভাল ক্ষত্রিয়সন্তান কিনা ।

দ্রৌপ । তারপর ই কি যুদ্ধ আরম্ভ হলো ।

পাঞ্চা । উঠেই বললে অরে ভীম, কি বলছিলি ?

আমি রাজা দুর্যোধন তোর ভয়ে লুকিয়ে থাকবো ? আজও পাণ্ডবকুল নিমূল করতে পারলেম না এই লজ্জায় কাকেও মুখ দেখাব না বলে এস্থানে ছিলাম । এই কথা বলে তটে এলো, এসে ভূমে গদা রেখে একবার চারি দিগে চেয়ে দেখলে, আত্মপক্ষ কেউ কোথা নাই, চ তুর্দিক শূন্য, দেখে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করলে । ভীম বললেন কুরুরাজ, আর বন্ধুবান্ধবের নিমিত্ত শোক করলে কি হবে ? আমরা সকলেই আছি, তোমার আর কেউ নাই, এখন তুমি দুর্বল হয়েছ—তা বলে আমরা সকলেই যে তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করবো তা মনে ভেবোনা, আমরা এমন অভদ্র নই আমরা পাঁচ ভাই যারসঙ্গে পেরেওঠ যুদ্ধ করো নকুল সহদেবের সঙ্গেও কি পারবেনা এমন শক্তিও কি নাই ? ভীমের এইকপ নিষ্ঠুর সনার দুর্যোধনের নয়নে জ্বল এলো । পরে সে চক্ষুর জ্বল মুছে বললে অরে ভীম কি বলছিলিস্ ? ওকথা বলিসনে, নকুল সহদেব যুধিষ্ঠির এরা

তো স্রীলোক বল্লেই হয়, এদের সঙ্গে যুদ্ধ করলে আমার অযশ হবে, তবে তুই আমার দুঃশাসনকে মেরেছিস্ অর্জুন, কর্ণকে মেরেছে তোরা দুজনেই আমার তুল্য শত্রু, কিন্তু আমি তোর সঙ্গেই যুদ্ধ করবো—তুই গদাযুদ্ধ কতক জানিস্ ।

যুধি । ( হাস্য করিয়া ) দুর্ঘোষণ কি না বলতে পারে, তার পর !

পাঞ্চা । তার পরই ভীমের সঙ্গে গদা যুদ্ধ আরম্ভ হলো । কৃষ্ণ আমাকে বললেন পাঞ্চালক মহারাজকে বল গে দুর্ঘোষণকে পাওয়া গেছে, ভীম যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছেন, ক্ষণকাল মধ্যেই শত্রু ক্ষয় হবে তার সন্দেহ নাই । এখন মাল্লিক সামগ্রী সকল আয়োজন করতে অনুমতি করুন, অদ্যই মহারাজের রাজ্যাভিষেক হবে তার লগ্ন উপস্থিত, রত্নকলস সকল তীর্থ-জলে পরিপূর্ণ করে রাখতে বলুন, আর আমার প্রিয়সখী দ্রৌপদীর কেশ বন্ধন অনেক দিন হয় নাই, তারো আয়োজন হোক; ভীম আর পরশুরাম যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলে জয়লাভের আশঙ্কা কি ?

দ্রৌপ । ( পরমাক্সাদে ) সখা কৃষ্ণ যা বলেছেন

তা অবশ্যই হবে, তাতে আর সন্দেহ নাই।  
 পাঞ্চা। না না এ আশীর্বাদ নয়, এ তাঁর আদেশ,  
 আপনারা ভ্রায়োজন করুন।  
 যুধি। তাঁর আজ্ঞা অবশ্য—অহে কে আছে হে,  
 কৃষ্ণ আজ্ঞা করেছেন সকল আয়োজন করে।  
 কঙ্কু। আমরা সে সকল প্রস্তুত করাইয়ে রেখেছি।  
 যুধি। তবে যাও, পাঞ্চালককে পারিতোষিক  
 দিতে বল গে।

কঙ্কু। যে আজ্ঞা। (পাঞ্চালকের সহিত প্রস্থান)  
 (নেপথ্যে)

অহে কে আছে হে, ভূষণ প্রাণ যার, জল  
 দেও জল দেও।

[ মুনিবেশধারী-চার্ভাক রাক্ষসের প্রবেশ ]

চার্ভাক। ওহে আমি অতিথি, বড় পিপাসা।  
 যুধি। (আদর পূর্বক উঠিয়া) আহ্নন্ আহ্নন্ বহ্নন্।  
 চার্ভাক। (বসিয়া) আপনিও বহ্নন্।  
 যুধি। হাঁ বস—প্রণাম করি। (প্রণিপাত)  
 চার্ভাক। (স্বগত) আমি চুর্যোধনের সখা, দেখি  
 যদি পাণ্ডবদের কোন অপকার করতে পারি  
 (প্রকাশে) থাক—প্রণাম কুরা এখন থাক  
 আগে জল একটু আনিরে দেও।

যুধি । ওরে কে আছে শীঘ্র জল আন । আপনি কোথা গেছিলেন এমন পরিশ্রান্ত হলেন কিমে ।

চার্কা । আমরা মুনি ঋষি লোক, ইচ্ছা হলো তাই কত্রিয়দের যুদ্ধ দেখতে গিছিলেম, এই শরৎকালের রৌদ্র, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভারি পিপাসাটা হয়েছে ।

( খাদ্যদ্রব্য সহ চেটীর জলানয়ন )

যুধি । জল খাউন আপনি ।

চার্কা । হাঁ খাই—তুমি কি কত্রিয় ?

যুধি । আজ্ঞে হাঁ ।

চার্কা । তবে কি করে জল খাবো ? যুদ্ধে তোমাদের জাতি গোত্র মচো, অশৌচ যে ? তা বরং এই ছায়াতে কণেক বসি ।

ক্রৌপ । ( চেটীর প্রতি ) তুমি মুনিঠাকুরকে একটু বাতাস করো । ( চেটী বাতাস করিতে লাগিল )

চার্কা । ওঃ কি ভয়ানক যুদ্ধ ! অর্জুন দুর্ঘ্যোধনের সঙ্গে যে যুদ্ধ করলেন ।

কঞ্চু । অর্জুন নন ভীম ।

চার্কা । আঃ কি পাপ ! এ বুড়োটা কে হাঁ ! না জেনে শুনে কোন কথা বলা উচিত হয় না,

আমি দেখে এলেম অর্জুন—ও এখান থেকে  
বল্লে ভীম ।

যুধি । আপনি ক্রোধ করবেন না, আমরা শুনেছি  
ভীমের সঙ্গে দুর্যোধনের যুদ্ধ হচ্ছে ।

চার্কা । ( হাস্য করিয়া ) ভীম অনেকক্ষণ মরেছে ।

তার পর অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ হলো ।

যুধি । কি আমার ভীম গেছে ?

দ্রৌপ । হা নাথ কোথা গেলো ?

ককু । আপনি কি কথা বললেন ?

চার্কা । এঁরা কে হাঁ ।

ককু । ইনি রাজা যুধিষ্ঠির, ইনি দ্রৌপদী ।

চার্কা । তবেত এঁদের শোনাওটা ভাল হয় নাই ।

যুধি । ( স্বগত ) কি শুনলেম । দুর্যোধন ভীমকে

মেরে ফেলেছে ? এটা কি—হতে পারে,

ঋষিও যে মিথ্যা বলবেন এওতো সম্ভবে না ।

( দ্রৌপদীর প্রতি প্রকাশে ) প্রিয়ে ! স্থির হও,

সবিশেষ বৃত্তান্ত শুনি । ( চার্কাকের প্রতি )

মহর্ষি কি বললেন—আমার ভীম নাই ?

চার্কা । না তবে আর ও কথাই কাণ্ড নাই ।

যুধি । বলুন না শুনি, প্রাণতো রাখবো না তা

শোনার হানি কি ।

চার্কা । ( স্বগত ) আমারও তাই উদ্দেশ্য । ভীম

## বেণীসংহার ।

মরেছে এটা আগে হুং প্রত্যয় করে দেওয়া উচিত। (প্রকাশে) মহারাজ অপ্রিয়, কথাটা বলতে ইচ্ছা হয় না, আপনি আকিঞ্চন কচোন তবে শুনুন। প্রথমে ভীমেতে আর দুর্ব্যোধনেতে ষোরতর যুদ্ধ হয়েছিল, দুর্ব্যোধন পরাভূত হয় এমনি সময় হঠাৎ বলদেব এসে দেখলেন তাঁর প্রিয়শিষ্য দুর্ব্যোধনকে ভীম সংহার করেন, দেখে ক্রোধে আপনিই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়ে ভীমকে বিনাশ করে এমনি চলে গেলেন। যুধি। (সরোদনে) তবে আমার ভীম যথার্থই নাই, কি সর্কনাশ হলো? ভাই ভীম কোথা গেলো? ।

ক্রোপ। (সরোদনে) হাঁ নাথ কোথা গেলো! তুমি আমার অপমানের জন্যেই কি প্রাণত্যাগ করলে। (পতিত হইয়া রোদন) ।

কঙ্কু। (সকাতরে) কি সর্কনেশে কথা শুনা গেল।  
(যুধিষ্ঠিরর প্রতি) মহারাজ শাস্ত হোন।  
(রাকসের প্রতি) মহর্ষি আপনি মহারাজকে প্রবোধ দিন।

চার্কা। (স্বগত) হাঁ প্রবোধ দিব বৈ কি। আগে একে মরতে উপদেশ দিই। (প্রকাশে) মহারাজ! শাস্ত হোন, যদি প্রাণ পরিত্যাগ

করবেনই তবে অবশিষ্ট সকল কথা শুনুন ।  
যুধি । বলুন কি বলবেন ।

চার্কা । ভীম রণশায়ী হলে অর্জুন অত্যন্ত শোকার্ত  
হয়ে সেই ভীমের গদা নিলে, নিলে কৃষ্ণ  
অনেক বারণ করতে লাগলেন । বললেন বরং  
সন্ধি করা যাউক, আর যুদ্ধে প্রয়োজন নাই ।  
সে সকল কথা শুনে দুর্য়োধন হাস্য করে  
বিক্রম করতে লাগলো, সুতরাং অর্জুন  
কৃষ্ণের কথা না শুনে যুদ্ধ আরম্ভ করলেন ।  
অনেকক্ষণ ঘোরতর যুদ্ধ হলো, পরে দুর্য়োধ-  
নের গদা প্রহারে অর্জুনও একেবারে অচে-  
তন্য হয়ে পড়লেন, তা দেখে কৃষ্ণ অর্জুনের  
শরীর রথে তুলে দ্বারকাভিমুখে চললেন ।  
আমি—

যুধি । ( সরোদনে ) মহর্ষি আর কি বলবেন,  
যা বলবার তাই বলেছেন । হা কি সর্বনাশ  
হলো, ভাই ভীম তুমি আমাদের জতুগৃহে  
রক্ষা করেছিলে, জরাসন্ধ, হিড়ম্ব, কীচক  
প্রভৃতি দৈত্য বধ করেছিলে । আমার আজ্ঞা  
সতত শিরোধার্য্য করতে । আমার অদৃষ্টেই  
তুমি গেলে । হায় ! আমি কি করলেম !  
পাশাখেলায় সকল নষ্ট করলেম । ভাই

## বেণীসংহার ।

ভীম আমার নিমিত্ত তুমি কত ক্লেশ  
সহ্য করেছিলে, বিরাট রাজার দাস্যবৃত্তি  
করেছিলে, তাই বুঝি মনে ভেবে আমাকে  
পরিভ্যাগ করলে ? ।

দ্রৌপ। নাথ ! তুমি যে প্রতিজ্ঞা করেছিলে, আমার  
কেশ বন্ধন করে দিবে—তা তাই কৃত্রিম হয়ে  
প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করলে ।

যুধি। না কুন্তি তোমার পুত্রের ব্যবহার দেখলে,  
আমি অনাথ রোদন করি, আমাকে ফেলে  
অনায়সেই চলে গেল । ( চার্কীকের প্রতি )  
মহর্ষি ? বলরাম ঠাকুর এনেই কি এই কন্দ  
করলেন ? ।

চার্কী। হাঁ মহারাজ, তিনি ভিন্ন অন্যের কি সাধ্য  
যে ভীমকে বিনাশ করে ।

যুধি। হা অদৃষ্ট ! ( উর্দ্ধদিকে চাহিয়া ) হাঁগো  
বলদেব, আমি তোমার কুটুম্ব, তোমার তাই  
ক্লম্ব, তিনি আবার অর্জুনের বন্ধু, ছুর্যোধন  
তোমার শিষ্য বটে কিন্তু ভীমওতো তোমার  
শিষ্য, তবে কেন তুমি আমার প্রতি বিমুখ  
হলে ? আর তোমারই বা দোষ দিব কি,  
সকল আমার অদৃষ্টের দোষ ।

দ্রৌপ। কৈ নাথ, ছুর্যোধনের রক্ত হাতে মেখে

এসে আমার চুল বেঁধে দিবে বলেছিলে, এনে দেও। (সখীর প্রতি) কেমন সখি—তিনি এ প্রতিজ্ঞা করেন নাই? তা কৈ। আরো পাণ্ডব সখা কৃষ্ণ এই মাত্র আমার চুল বাঁধবার আয়োজন করতে বলে পাঠালেন তা তাঁর কথাও কি মিথ্যা হবে, কখন হবে না। সখি তুমি উদ্যোগ কর, চুল বাঁধতে হবে, বিলম্ব করো না—এ কি আমি শোকে কি বল্চি কি কচি কেবল সময় নষ্ট কচি বৈ তো নয়। (যুধিষ্ঠিরের প্রতি) মহারাজ আমাকে শীঘ্র চিতা সাজাইয়ে দেও, আর তুমিও সেই শত্রুর নিকটে গিয়ে প্রাণত্যাগ করো। এ প্রাণ রেখো না—এ শোক কখনই মহ্য করতে পারবে না।

যুধি। হাঁ প্রিয়ে যথার্থ বলেছ। (কঙ্কূকীর প্রতি) কঙ্কূকী ও কঙ্কূকী শীঘ্র চিতা প্রস্তুত করে দেওতো, ইনি সেই চিত্তানলে শোকানল নির্মাণ করুন, আমাকেও ধনুর্কাণ এনে দেও। অথবা আর ধনুর্কাণে কাষ নাই, অর্জুনত ভীমের গদা লয়েছিলেন আমিও তাই নিই গে।

চাক্ষা। মহারাজ আপনিতো আর শত্রুজয়ের

ইচ্ছা করেন না, তবে আর সেখানে গিয়ে  
প্রয়োজন কি? সেখানে হয় প্রাণত্যাগ কর-  
লিইতো হয়।

কঞ্চু। (সক্রোধে) কি এতো মুনির মত কথা নয়!  
চার্কা। (সভয়ে) আমাকে জানতে পেরেছে না  
কি। (প্রকাশে) না হে আমি তা বলিনি,  
বলি মহারাজ সেখানে গেলে যদি কোন অপ-  
মান হয় তাই বলছি।

যুধি। আপনি ভাল বলেছেন, সেখানে আর যাওয়া  
কেন?

কঞ্চু। মহারাজ আপনি কি শোকে সামান্য  
লোকের মত কৃত্রিম ধর্ম ত্যাগ করতে উদ্যত  
হলেন?

যুধি। না কঞ্চুকি, আমার ভীম রণশায়ী হয়েছে,  
আমি কি তাই স্বচক্ষে দেখতে বাবো। দেবি  
জৌপদি তুমি পাঞ্চাল রাজার কন্যা, আমার  
অদৃষ্টে পড়ে এই দুর্দশাগ্রস্ত হয়েছে, তা এনো  
আমরা দুই জনেই অগ্নি প্রবেশ করি।

চার্কা। হাঁ বাহা, তুমি ভরতকুলবধু স্বামিসহ  
চিতারোহণ করা তোমার উচিত বটে।

যুধি। কৈ? এখনো কেউ কাঠ এনে দিলে না।

জৌপ। মহারাজ আপনিই আনো আর কে

আনবে। হা নাথ! তোমরা নাই এখন আর  
আমাদের কথা কেই শোনে না।

যুধি। মহর্ষি আপনি তবে অম্লগ্রহ করে যদি  
কিঞ্চিং কাষ্ঠ এনে দেন।

চার্কা। মহারাজ একশ্ম আমার উচিত নয়, আর  
এখানে থাকতেও নাই, আমি চল্লেম।  
( উঠিয়া স্বগত ) এই তো আমার মনোবাঞ্ছা  
পূর্ণ হলো এখন অলঙ্কিত রূপে চিতা প্রস্তুত  
করে দিয়ে পালাই। ( প্রস্থান )

নেপথ্যে কলরব।

জৌপ। মহারাজ চিতা আপনিই প্রস্তুত করে নেও,  
ষড় গোলমাল শূন্চি, আবার অদৃষ্টে কি অপ-  
মান ঘটবে।

যুধি। হাঁ আমি করি। তুমি মাকে কিছু বলে  
যাবে না?

জৌপ। না আর কি বলবো।

যুধি। ( চেটীর প্রতি ) বুদ্ধিমতি তুমি গে মাকে  
বোলো। না তোমার ভীম আমা হতেই  
গেল, একথা আমি তোমাকে কি করে বলবো  
এই নিমিত্ত আমি অগ্নি প্রবেশ কর্লেম।  
( কঙ্কুরীর প্রতি ) কঙ্কুরী তুমি সহদেবকে  
বলো, ভাই সহদেব বয়সেই তুমি আমার চেয়ে

ছোট, বিদ্যা বুদ্ধিতে নও, আমি অগ্রে জন্মেছি বলে তুমি আমাকে এত মান্য কর্তে, তা আমার কথা তুমি অবশ্যই শুনবে। আমি প্রাণত্যাগ করলেম তুমি করোনা। তুমি পিতার জলপিণ্ডস্থল হয়ে থেকে। আর নকুলকেও বোলো, নকুল আমি তোমাকে বাল্যকালাবধি প্রতিপালন করেছি, তুমি আমার কখনই অবাধ্য নও, তুমি প্রাণত্যাগ করোনা, কালে আমাকে বিন্মৃত হতে পারবে, যেখানে থাকো জাতিদের বাড়িতেই থাকো যাদবদের কাছেই থাকো আর বনেই যাও, সাবধানে শরীর রক্ষা করো। যাও কঙ্কু কি আমার দিব্য আর বিলম্ব করো না।

কঙ্কু। (সরোদনে) হায় মহারাজ পাণ্ডু তুমি কোথায়? যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল সহ-দেব এই পাঁচ পুত্র তোমার, পরিণামে তাদের দশা এই হলো। (প্রস্থানোদ্যোগ)।

যুধি। কঙ্কুকী শোন আর একটা কথা বলে যাই। যদি অর্জুন বেঁচে থেকে শত্রুকর্মই করতে পারেন, কিন্তু বলরামের সঙ্গে যেন আর বিরোধ না করেন—একথা তুমি অর্জুনকে অবশ্যই বোলো।

কুকু। যে আজ্ঞে। (প্রস্থান)।

যুধি। (ঈদূরে প্রস্থানিত অগ্নি দেখিয়া আক্লাদে)

এই যে অগ্নিঠাকুর আপনিই এমেছেন।

ক্রৌপ। মহারাজ আমি গিরে আগে পড়ি।

যুধি। না না দুজনেই একেবারে পড়বো।

সখী। ( সরোদনে ) অগো অগ্নিঠাকুর ইনি রাজা

যুধিষ্ঠির, রাজস্বয় যজ্ঞে তোমাকে কত আহতি

দেছিলেন, এঁর ভ্রাতা অর্জুন খাণ্ডব বন

দক্ষ করে তোমাকে তুষ্ট করে ছিলেন, ইনি

একণে শোকে তোমাতে পড়েন, এঁর মহিষী

ক্রৌপদীও পড়েন। তুমি রক্ষা কোরো, হে

ঠাকুর রক্ষা কোরো। মহারাজ পড়বেন না

পড়বেন না।

যুধি। বুদ্ধিমতি বারণ করো না। আমার প্রতিজ্ঞা

আছে আমি আর দেহধারণ করবো না।

ক্রৌপ। মহারাজ আর বিলম্ব কি, তোমার ভাই

এতকণে অনেক দূরে গেলেন।

যুধি। হাঁ যাই। এই দেখ প্রিয়ে আমার দক্ষিণ

চক্ষু নাচ্চে, বোধ হচে যেন আমার ভীষ

বেঁচে আছে—কেন বল দেখি।

[ কঞ্চুকীর প্রবেশ ] ।

কঞ্চু । ( সসস্ত্রমে ) মহারাজ সর্কনাশ হলো ! সেই  
ছুরাআ ছুর্যোধন সর্কাজে রক্ত মেখে দেবী  
জৌপদীকে অব্বেষণ কচে ।

যুধি । ( সবিবাদে ) হা বিধাতঃ ! এই অদৃষ্টে ছিল,  
ভাই অর্জুন আমার এমন বিপদের সময়  
ভাই তুমি কোথা গেলো ?

কঞ্চু । এ কি ছুরাআ ছুর্যোধন যে এ দিগেই  
আস্চে কি হবে ? দেবীকে যে অপমান করে ।

জৌপ । হায় আমার অদৃষ্টে কি হলো ।

কঞ্চু । বুদ্ধিমতি তুমি শীঘ্র দেবীকে চিতার নিকটে  
নিয়ে যাও । [ চেটার প্রতি ] বাছা তুমি ধৃষ্ট-  
দ্যুম্ন নকুল মহদেবকে ডাকো—যাও যাও । হায়  
কি হলো ! এখন ভীমার্জুন নাই, মহারাজ  
শোকে ব্যাকুল, এখন দেবীকে কে রক্ষা করে !

নেপথ্যে ।

অগো তোমরা ব্যাকুল হচ্যো কেন, জৌপদী  
কোথা বলো । ছুর্যোধন সভামধ্যে যাঁকে  
ইন্দ্ৰিত কোরে ফ্রোড়ে বসাতে চেয়েছিল,  
ছুরাশমন যাঁর কেশাকর্ষণ করে চুল খুলে  
দেছিল, সেই জৌপদী, তাঁকে কি তোমরা  
জান না ?

কঞ্চু । ( সভয়ে ) দেবি তোমার অদৃষ্টে কি হলো !

কে রক্ষা করবে ?

যুধি । ( উঠিয়া ) ভয় নাই, ভয় নাই, কে আছে রে  
ধনুক, আন্ । ওরে ছুরাঝা দুর্ঘোষণ, বাণে  
তোর গদা খণ্ড খণ্ড করে ফেলবো—আয় ।  
ওরে কুলাঙ্গার, আমি তোর মত জাতৃশোকে  
প্রাণ ধারণ করবো না, তোকে সংহার করেই  
অগ্নিপ্রবেশ করবো । ( বন্ধ পরিকর হওয়া )

( রক্তে অভিষিক্ত ভীমের প্রবেশ )

ভীম । ও হে সৈন্যগণ, তোমাদের ভয় কি ? আমি  
ভুতও নই, রাক্ষসও নই, আমি ক্ষত্রিয়, শত্রু  
সংহার করে—তার রক্ত মেখে এসেছি, প্রতিজ্ঞা  
পূর্ণ করবো—ক্রৌপদী কোথায় বেলো ?

কঞ্চু । ( সমস্ত্রমে ) দেবি যাও যাও, শীঘ্র চিতাতে  
পড়ে গে ।

ক্রৌপ । ( উঠিয়া ) হায় কি হলো, আমাকে  
তোমরা চিতায় ফেলে দিলে না । ছুরাঝা স্পর্শ  
করে যে ।

যুধি । কৈ কেউ ধনুক এনে দিলে না, দূর হৌক  
ধনুকে প্রয়োজন নাই হাততো আছে, ছুরা-  
ঝাকে ধরে আগুনে ফেলে দিই । ( তৎ কার্যো  
উদ্যত )

কঞ্চু । দেবি । চুলগুলো মুখে পড়্চে তাতেই পথ...  
দেখ্তে পাও না? তা আর ত সে অংশ নাই,  
এখন আপনি চুলগুলো জড়িয়ে আগুনে গে  
পড়ো ।

যুধি । না না, দুর্ঘোষন নিধন হয় নাই, তুমি  
কত্রিয়কন্যা কেশবন্ধন করো না ।

ভীম । (সহাস্যবদনে) প্রিয়ে আমি বেঁচে থাকতে  
স্বহস্তে কেশ বন্ধন কেন করবে?

( ভয়ে দ্রৌপদীর পলায়ন )

দাঁড়াও দাঁড়াও ভয় নাই ভয় নাই । ( কেশ  
ধারণ চেষ্টা )

যুধি । ( ভীমকে দৃঢ়কপে ধরিয় ) ভরে ছুরায়া  
দুর্ঘোষন কোথা যাস্ ।

ভীম (সবিস্ময়ে) একি, মহারাজ আমাকে  
দুর্ঘোষন জ্ঞান করে ধরলেন! মহারাজ কমা  
করুন আমি দুর্ঘোষন নই ।

কঞ্চু । ( দেখিয়া সহর্ষে ) একি, এ যে কুমার  
ভীমসেন! মহারাজ এ দুর্ঘোষন নয়, কুমার  
ভীমসেন ।

চেটা । ( দেখিয়া আক্লাদে ) দেবি ভয় নাই ভয়  
নাই । এ শত্রু নয়, কুমার ভীমসেন, প্রতিজ্ঞা

পূর্ণ করবেন বলে তোমার চুল বেঁধে দিওঁতে এসেছেন।

দ্রোণ। কেন মাথি আর আমাকে মিথ্যা আশ্বাস দেও।

যুধি। (কঙ্কূকীর প্রতি) কেমন কঙ্কূকী, সত্যই কি এ ভীম এ আমার শত্রু দুর্যোধন নয়? কঙ্কূ। না মহারাজ, দুর্যোধন নয়, কুমার ভীমসেন দুর্যোধনকে বধ করে তার রক্ত মেখে এসেছেন—তাই চিন্তে পারা যায় নাই।

ভীম। মহারাজ, আর কি সে দুরাছা দুর্যোধন আছে? তাকে নিধন করে তার রক্ত এই রক্তচন্দনের ন্যায় শরীরে মেখে আমি এসেছি।

যুধি। ভাই ভীম, আহ্লাদে আমার নয়নে জলধারা পড়্চে দেখতে পাচ্চি নে, তুমিই কি আমার ভীম? তুমি কি বেঁচে আছ? অর্জুন আমার বেঁচে আছে?

ভীম। হাঁ মহারাজ, আমরা সকলেই বেঁচে আছি, শত্রুকুলও ক্ষয় হয়েছে আর ভাবনা নাই।

যুধি। ভাই, এখন শত্রুজয় করা থাক, সত্য বল তুমিই কি আমার ভীম, তুমিই বকরাক্ষস বধ করেছ?

ভীম। হাঁ মহারাজ আমিই সেই।

## বেণীসংহার ।

যুধি । তুমিই জরাসন্ধের বন্ধস্থল বিদীর্ণ করে-  
ছিলে ?

ভীম । হাঁ মহারাজ, আমাকে একবার ছেড়ে  
দিন্ ।

যুধি । কেন আর কি কিছু বাকী আছে ভাই ?

ভীম । প্রধান কৰ্মই বাকী, এই দুৰ্য্যোধনের রক্ত  
গায়ে শুকুতে না শুকুতেই দ্রৌপদীর বেণী  
বন্ধন করে দিতে হবে ।

যুধি । তবে যাও ভাই, দুঃখিনী দ্রৌপদীর বেণী  
সংহার হোক । ( পরিত্যাগ )

ভীম । ( দ্রৌপদীর নিকটে গিয়া ) প্রিয়ে এই তো  
তোমার শুভাদৃষ্টে শক্রকুল ক্ষয় করে এলেম্ ।

দ্রৌপ । ( সভয়ে উঠিয়া ) নাথ —এস এস ।

ভীম । ( মহাস্বামুখে ) আমাকে দেখে কি তোমার  
ভয় হয়েছে, চিনতে পার না ? ভয় নাই । দুঃশা-  
সন তোমার কেশাকর্ষণ করেছিল, তার রক্ত  
পান করা হয়েছে, দুৰ্য্যোধন তোমাকে উরুতে  
বসাতে চেয়ে ছিল, এই তার উরু চূর্ণ  
করে তার রক্ত মেখে এলেম্ । (চেষ্টার প্রতি)  
কৈ সে ভানুমতী এখন কোথায় ? সে বড়  
পরিহাস করেছিল না ? ( দ্রৌপদীর প্রতি )  
প্রিয়ে মনে পড়ে কি ? আমি বলেছিলাম

দুর্যোধনের উরু ভঙ্গ করে তোমার মনোহুঃখ  
দূর করবো ।

দ্রৌপ । হাঁ নাথ এখন তাই বথার্থই করলে ।

ভীম । তবে চুল বাঁধ এখন ।

দ্রৌপ । (সহান্যবদনে) অনেক দিন বাঁধিনি ভুলে  
গিছি তুমি বেঁধে দেও । (ভীম দ্রৌপদীর বেনী  
স্পর্শ করিলে সখী বন্ধন করিয়া দিল )

যুধি । ( দেখিয়া পরমাহ্লাদে ) এই যে কৃষ্ণ অর্জু-  
নকে সজ্ঞে করে আম্‌চেন ।

[ কৃষ্ণ ও অর্জুনের প্রবেশ ]

কৃষ্ণ । মহারাজের জয় হউক ।

যুধি । এস এস ভাই এস, তুমি যার সহায় তার  
জয় না হবে কেন ? তুমি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়  
কর্তা, পরমাত্মা জগদীশ্বর, তোমাকে ক্ষণকাল  
চিন্তা করলে কোন দুঃখই থাকে না, আর  
আমরাতে সর্বদা তোমাকে নয়নে দেখি  
আমাদের দুঃখ কেন থাকবে ভাই ?

অর্জুন । মহারাজ পুনাম করি । ( প্রণিপাত )

যুধি । এস ভাই এস । ( আলিঙ্গন )

কৃষ্ণ । মহারাজ ব্যাস, বাণ্মীকি, পরশুরাম,  
জাবালি প্রভৃতি মহামুনির্গণ মহারাজকে

রাজ্যাভিষিক্ত কর্তে আস্চেন, নকুল, মহ-  
দেব ও অন্যান্য সেনাপতিরা রাজ্যাভিষেক  
সামগ্রী সংগ্রহ করে আন্চেন, আমি শুন্লেম  
চার্কা ক রাক্ষস মুনিবেশ ধারণ করে এসে মহা-  
রাজকে প্রতারণা করেছে, শুনেই অর্জুনকে  
লয়ে সত্বর এলেম।

যুধি। (সবিস্ময়ে) কি দুর্ঘোষনের কথা সেই  
চার্কা ক রাক্ষস এসেছিল! সে ছুরায়া এখন  
কোথায় ?।

কৃষ্ণ। পথে নকুল তাকে ধরেছে।

যুধি। বটে, ভাল হয়েছে, বিপৎকালে যেমন  
সকল বিপদ ঘটে, তেমনি সম্পৎকালে সকল  
সম্পদই ঘটে ওঠে।

[ মুনিগণের প্রবেশ ]

( সকলে একত্র হইয়া রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজ্যা-  
ভিষেক করিলেন, মাহলিক নৃত্য গীত। স্বর্গ  
হইতে ছন্দুভি ধনি ও পুষ্পবৃষ্টি। )

কৃষ্ণ। মহারাজ আজ্ঞা করুন আপনার আর কি  
প্রিয়কার্য করবো।

যুধি। তাই কৃষ্ণ, তুমি যার প্রতি প্রসন্ন তার কি  
না করে থাক, আর না করবেনই বা কি ?

আমার সকল শত্রু কয় হলো, আমাদের  
পাঁচটী ভায়ের কোন অনিষ্ট হলো না, আমার  
ছরুঁকিতে। দ্রৌপদীর যে দুর্দশা ঘটেছিল,  
তাও গেল, আর কি প্রার্থনা করবো? তবে  
বরং এই প্রার্থনা করি, দাতালোক দীর্ঘজীবী  
হোন, তোমাতে সকলের ভক্তি থাক, সঙ্ক-  
নেরা পণ্ডিতের গুণ গ্রহণ করুন, রাজা নিষ্ক-  
ণ্টক রাজ্য পালন করে সুখী হোন।

কুম্ভ । ধর্মপথে থাকলে তাই হবে ।

( যবনিকা পতন )

সমাপ্ত ।









